মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2025-2027
Published on 3rd February, 2026

February, 2026 Volume-XI, Issue-XII | 8 Pages, Rs. 2.00 | R.N.I. No-WBBEN/2015/63375

এক পলকে দেশ

অজিতের প্রয়াণ

মুম্বই- খুব সকালে ২৮ জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের বারামতী বিমানবন্দরে নামতে গিয়ে ভেঙ্গে পড়ল রাজ্যের উপ-মুখমন্ত্রী অজিত পওয়ারের বিজনেস জেট। অজিত, তাঁর দেহরক্ষী, দুই পাইলট ও এক বিমানকর্মী কেউই বেঁচে নেই। এই দুর্ঘটনার তদন্ত দাবি করেছেন অজিতের কাকা শরদ পওয়ার।

চুক্তি চূড়ান্ত

নয়াদিল্লি- ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর দৌলতে বিশ্ববাণিজ্য অনিশ্চিত। ভারতের ওপর ৫০% শুল্ক চাপানোর ফলে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য মার খাচ্ছে। এই সময় ভারত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ই ইউ)-র সঙ্গে নতুন চুক্তি করল। ই ইউ কমিশনের চেয়ারম্যান উর সুলাভন ডের লিয়েন একে 'মাদার অফ অল ডিলস' আখ্যা দিয়েছেন। রাজনৈতিক ঘোষণা পত্রে সই হয়ে গেছে।

ডি জি নিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি- ক্যাট-এর অন্তর্বর্তী আদেশকে ইউপিএসসি মান্যতা না দেওয়ার অভিযোগে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করলেন রাজ্যে স্থায়ী ডি জি নিয়োগের প্রক্রিয়ায় তালিকায় নাম থাকা প্রার্থী রাজেশ কুমার।

প্রকাশিত প্রশ্ন

নয়াদিল্লি- জনগণনার কাজ ২০২৭ সালের মধ্যে শেষ করার জন্য প্রথম দফার প্রশ্নমালা প্রকাশ করল সেন্সাস কমিশনারের দফতর। প্রথম দফায় রয়েছে ৩৩টি প্রশ্ন। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রথম দফার কাজ শেষ হওয়ার কথা।

আর জি কর

নয়াদিল্লি- আর জি কর কাণ্ডের তদন্তে সিবিআই টিমের নেতৃত্বে ছিলেন যুগ্ম অধিকর্তা ভি. চন্দ্রশেখর। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করল কেন্দ্রীয় সরকার।

সরকারি খেতাব

নয়াদিল্লি- প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের দিন কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার ১১ জন কৃতীকে পদ্মশ্রী সম্মান দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছেন বিশিষ্ট অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং আরও দশজন কৃতীরা। এছাড়া ক্রীড়া জগতের পদ্মভূষণ পেয়েছেন বিজয় অমৃতরাজ। পদ্মশ্রী পেয়েছেন রোহিত শর্মা এবং হরমনপ্রীত কৌর।

এস আই আর - আরও প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি- রাজ্যে এস আই আর-এর কাজ চলছে দ্রুতলয়ে। এখন চলছে শুনানির পর্ব। এই শুনানিকে কেন্দ্র করে রাজ্যের প্রত্যেকটি শুনানি কেন্দ্রে এখন প্রবল কাজের চাপ। অতীতে ২০০২ সালে জাতীয় নির্বাচন কমিশন এই এস আই আর-র কাজ করেছিল। এস আই আর-এর কর্মযজ্ঞকে মোটামুটি তিনটে ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম স্তরে ছিল মৃত ভোটার, স্থানান্তরিত ভোটার, একাধিক জায়গাতে একই ভোটারের নাম থাকা ইত্যাদি। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বি এল ও-রা নির্দিষ্ট জায়গায় সশরীরে উপস্থিত হয়ে এই কাজটি সম্পন্ন করেছেন। তাঁদের এই কাজে সহযোগিতা করেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি অর্থাৎ বি এল এ-রা। প্রথম পর্বের কাজের শেষে দেখা গেছে মোটামুটি ৫৮ লাখ ভোটারের নাম বাদ গেছে।

এস আই আর-এর শুনানিতে এসেছেন ভোটাররা

পরবর্তী পর্যায়ে শুরু হয়েছে ম্যাপিংয়ের কাজ। অর্থাৎ ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় যদি কোনও ভোটারের নিজের নাম, অথবা বাবা, মা-র নাম না থাকে, তবে সেই ভোটারকে শুনানিতে ডাকা হবে। ডাকাও হয়েছে শুনানিতে। অর্থাৎ ম্যাপিংয়ের কাজ বলতে বোঝানো হচ্ছে যে, কোনও একটা প্রামাণ্য নথি জমা দিতে হবে। যে নথির দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব হবে যে, আপনি পরিবার সূত্রে প্রকৃত ভোটার। শুনানিতে উপস্থিত হয়ে সেই নথি জমার কাজ চলছে। এই ম্যাপিংয়ের জন্য শুনানিতে ডাকা হয়েছে ৩১ লাখ মানুষকে। সংখ্যাটা অবশ্যই বিশাল। শুনানিতে উপস্থিত হয়ে যে যার স্ব স্ব নথি জমাও দিচ্ছেন।

তৃতীয় স্তরের কাজটি হল 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'। অর্থাৎ কোনও ভোটার অথবা তাঁর বাবা অথবা মা-র নামের মধ্যে অসঙ্গতি রয়েছে। 'ব্যানার্জি', 'চ্যাটার্জি', 'মুখার্জি', 'রায়', 'পাল' ইত্যাদি পদবীর ক্ষেত্রে দু'জায়গায় দু'রকম রয়েছে এবং বানান ভুল রয়েছে ইত্যাদি। যেমন বাবার পদবী চট্টোপাধ্যায় কিন্তু তাঁর পুত্রের পদবী চ্যাটার্জি হয়ে রয়েছে। এছাড়া ঠিকানার বানানের অসঙ্গতি রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সেই ত্রুটি দূর করার জন্যই লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির অবতারণা। এই অসঙ্গতি দূর করার জন্য শুনানিতে ডাকা হয়েছে ১ কোটি ৩৬ লাখ মানুষ/ভোটারকে। এটি একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ। প্রতিদিনই শুনানি কেন্দ্রে হাজির হচ্ছেন অসংখ্য ভোটার। এই প্রক্রিয়াটিকে আরেকটু সরলীকরণ করলে হয়ত ভোটারদের কিছুটা হয়রানি প্রশমিত করা যেত। কিন্তু নির্বাচন কমিশন বিষয়টিকে সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্যই ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রেখেছে। এই লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি পর্যায়ে রাজ্যের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিও শুনানির জন্য তলব পেয়েছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, ক্রিকেটার মহম্মদ শামী এবং কবি জয় সেনগুপ্ত ইত্যাদি। এদের মধ্যে অমর্ত্য সেন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, "এই প্রক্রিয়া তাড়াহুড়ো করে করার ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোটের আগে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।" তবে সময়ের মধ্যেই নির্বাচন কমিশন এই রাজ্যে এস আই আর-এর কাজ শেষ করবে বলেই ধরে নেওয়া যায়।

সময়োচিত চিকিৎসায় কুষ্ঠরোগ সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব

সঞ্জীব আচার্য্য

কুষ্ঠ একসময় একটি রহস্যময় রোগ ছিল এবং এটি অত্যন্ত সংক্রামক এবং ধ্বংসাত্মক বলে সকলে ভয় পেত। কিন্তু এখন ডাক্তাররা এর চিকিৎসা করেন এবং এটি সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য একটি রোগ। এটি একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ। এই রোগের মূল ব্যাকটেরিয়াটির নাম মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি। বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ২.৫ লক্ষ মানুষ কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হন। এই রোগে ভারত সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত দেশ। কুষ্ঠরোগ হ্যানসেন রোগ নামেও পরিচিত। এটি স্নায়ু, পেশী, চোখ, ত্বক এবং শ্বাসযন্ত্রের ট্র্যাক্টকে প্রভাবিত করে। এমনকি সম্পূর্ণ চিকিৎসা না করা হলে এটি স্থায়ী পক্ষাঘাত, অন্ধত্ব এবং হাত, পা এবং মুখের ক্ষতির কারণ হতে পারে।

বিজ্ঞানীরা কুষ্ঠরোগের কারণ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত নন। মজার বিষয় হল, একজন আক্রান্ত ব্যক্তি সংক্রামক নন এবং চিকিৎসার সময় এবং পরে সক্রিয় জীবনযাপন করতে পারেন।

কুষ্ঠরোগের কারণ

এতে ত্বকের কিছু অংশ থাকে, যার কিনারা প্রায়শই উঁচু থাকে। এগুলো বিবর্ণ, ফ্যাকাশে, ঘন, শক্ত বা ফোলা হতে পারে। এছাড়াও, লাল এবং বেগুনি মডিউল বা পিণ্ড থাকতে পারে। এগুলো পায়ের নীচে ব্যথাহীন আলসার বা ঘা। স্নায়ু বর্ধিত হতে পারে। কুষ্ঠরোগ ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। সংক্রমণের পরে লক্ষণ দেখা দিতে কয়েক বছর এমনকি দশকও সময় লাগতে পারে।

রোগ নির্ণয়

এর জন্য শারীরিক পরীক্ষা প্রয়োজন। ডাক্তাররা ত্বকের বায়োপসির মাধ্যমে ত্বক এবং স্নায়ুর অবস্থা পরীক্ষা করেন। রোগীদের কুষ্ঠরোগ হতে পারে, অর্থাৎ হালকা লক্ষণ এবং ত্বকের কিছু অংশ ফ্যাকাশে বা লালচে হতে পারে। অর্থাৎ শরীরের বিভিন্ন অংশে ব্যাপক ঘা এবং ক্ষত দেখা দেয়। কুষ্ঠরোগ সাধারণ দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। (ক) পসিব্যাসিলারি (PB), (খ) মাল্টিব্যাসিলারি। ত্বকের রং পরিবর্তন হয়ে যায় এবং সেই অংশে কোন স্পর্শানুভূতি থাকে না। স্নায়ুর ফোলাভাব থাকে।

চিকিৎসা

কুষ্ঠরোগের চিকিৎসায় ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করার জন্য মাল্টিড্রাগ থেরাপি বা MDT করা হয়ে থাকে। এটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদিত। বিশ্বব্যাপী বিনামূল্যে MDT প্রদান করে হু (WHO)। ডাক্তারদের মতে, এই রোগের চিকিৎসার জন্য অ্যান্টিবায়োটিকগুলির মধ্যে রয়েছে ড্যাপসোন, রিফাম্পিসিন এবং ক্লোফাযেজিমিন।

এক পলকে রাজ্য

নতুন আদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি- এবছর রাজ্যে ভোট শুরু হওয়ার আগে জাতীয় নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র সচিব, আসানসোল ও হাওড়ার পুলিশ কমিশনার সহ মোট ২৫ জন আধিকারিককে ভিন রাজ্যে ভোটের পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করার আদেশ দিল। এধরনের আদেশের কোন অতীত দৃষ্টান্ত নেই।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি- দক্ষিণ কলকাতার কাছে নাজিরাবাদ এলাকায় ২৫ জানুয়ারি গভীর রাতে গুদামে আগুন লেগে মৃত্যু হল ২১ জন শ্রমিকের। এখনও নিখোঁজ ২১ জন। মৃতদের পরিবার পিছু ১০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার।

ইডি-র হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি- আইপ্যাকের অফিসে ৮ জানুয়ারি হানা দিল ইডি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ বাহিনী নিয়ে আইপ্যাকের অফিস থেকে দলীয় ফাইল এবং ল্যাপটপ নিয়ে চলে যান।

শয্যার পোর্টাল

নিজস্ব প্রতিনিধি- রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলোতে কোন বিভাগে কত শয্যা রয়েছে, রাজ্যকে সেই সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় পোর্টাল চালু করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

বিধায়কের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি- ফরাক্কায় ১৪ জানুয়ারি ব্লক অফিসে ভাঙ্গচুরের ঘটনায় স্থানীয় বিধায়ক মনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে এফ আই আর দায়ের করার নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন।

সমস্যা রিটার্ন টিকিটে

নিজস্ব প্রতিনিধি- কাউন্টারে যাত্রীদের ভিড় কমাতে মেট্রো রেল কিউআর কোড যুক্ত রিটার্ন টিকিটের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু যাত্রীদের স্বয়ংক্রিয় গেটগুলোর সমস্যার জন্য এই টিকিট নিয়ে ব্যাপক দুর্ভোগে পরতে হচ্ছে। অভিযোগ জানিয়ে সুরাহা মিলছে না।

প্রয়াত অর্ঘ্য সেন

নিজস্ব প্রতিনিধি- ১৪ জানুয়ারি চলে গেলেন রবীন্দ্র সংগীতের গুণী শিল্পী অর্ঘ্য সেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদী গানেও ছিল তাঁর অসামান্য ব্যুৎপত্তি। ১৯৯৭ সালে পেয়েছিলেন সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার।

এখানে - ওখানে

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে সারা বাংলা বসে আঁকো ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ব্যাপক সাড়া

শান্তি ঘোষ স্ট্রিট শিশু উদ্যানে অঙ্কন প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার প্রাক্ মুহূর্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি- গোটা জানুয়ারি মাস জুড়ে রাজ্যের সর্বত্র বিভিন্ন ক্লাব প্রতিষ্ঠান ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনও বিগত বছরের মত এবারও ১৮ জানুয়ারি শান্তি ঘোষ স্ট্রিটের শিশু উদ্যানে আয়োজন করেছিল সারা বাংলা বসে আঁকো ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় প্রায় ৭০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিল। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার অনন্য বৈশিষ্ট্য হল, অঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের জন্য এবং থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের জন্য একটি পৃথক বিভাগ থাকে। বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় পাঁচ বছর থেকে আট বছর পর্যন্ত প্রতিযোগিদের রাখা হয়েছিল 'নেতাজি' বিভাগে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বিভাগটির নামকরণ করা হয়েছিল 'চণ্ডি লাহিড়ী'। 'বিদ্যাসাগর' বিভাগে ৮-১২ বছরের প্রতিযোগীদের দেওয়া হয়েছিল। 'স্বামীজী' বিভাগে ১২-১৬ বছরের ছেলেমেয়েরা ছিলেন। আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ১৮ বছরের উর্দ্ধে প্রতিযোগিদের রাখা হয়েছিল। বিভাগটি 'শঙ্খ ঘোষ'-এর নামে করা হয়েছিল। প্রতিযোগিতাটি শুরু হয় বেলা একটায়। সন্ধ্যায় পুরস্কার বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

এই বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগিরা শিশুউদ্যানে সকাল ১২টা থেকে আসতে শুরু করে। প্রথমে সংগঠনের ক্যাম্পে প্রতিযোগিরা স্ব স্ব নাম লিপিবদ্ধ করে ব্যাজ সংগ্রহ করে। প্রত্যেক প্রতিযোগিদের শংসাপত্র এবং উপহার ও টিফিন দেওয়া হয়। প্রথমে নেতাজি ও চণ্ডি লাহিড়ী বিভাগের প্রতিযোগিরা অংশগ্রহণ করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হয় 'বিদ্যাসাগর' ও 'স্বামীজি' গ্রুপের প্রতিযোগিতা। শেষে শ্রোতাদের এবং প্রতিযোগী ও অভিভাবকদের জন্য ছিল 'ফানুস' ব্যান্ডের নৈবেদ্য। তাঁদের পরিবেশনা ছিল প্রাঞ্জল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শেষে প্রতিযোগিদের পুরস্কার বিতরণ শুরু হয়। নেতাজী বিভাগে প্রথম স্থান থেকে পঞ্চম স্থান পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বিজয়ীরা হল নবনীতা বর্মণ, রাজশ্রী হাজরা, সোহিনী সেন, দেবাশীষ নন্দী ও স্বরূপ চক্রবর্তী। চণ্ডি লাহিড়ী বিভাগে পুরস্কৃত করা হয়েছে চারজনকে। পর্যায়ক্রমে তাঁরা হলেন আশানুর বেগম, মনীষা দাস, লাভেলা সরকার এবং অর্পণ কুণ্ডু। বিদ্যাসাগর বিভাগের বিজয়ীরা হলেন যথাক্রমে অঙ্কুশ রায় চৌধুরী, শমজিত সেন, হাস্কিকা হাজরা, স্বর্ণাভ দাস ও ঋষিতা পাল। স্বামীজী বিভাগে বিজয়ীরা হলেন ঈশশী ঘোষ, শ্রীরূপা পাল, অনিন্দিতা প্রামাণিক, সানি পাল, সম্পূর্ণা দাস। আবৃত্তিতে বিজয়ীরা হলেন সৌমী দত্ত, বিপাশা মজুমদার, ডোনা গাঙ্গুলি এবং কমল লাহা। অঙ্কন প্রতিযোগীতায় বিচারকের আসন অলংকৃত করেছেন রজত বোস, তনুশ্রী দাস মান্না, অশোক ভট্টাচার্য্য। আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় বিচারকরা হলেন বরুন মুখার্জি, দেবব্রত সকার এবং সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

হিন্দোলের সৌজন্যে থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা

থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি- কসবার বোসপুকুর রোডে হিন্দোল সংস্থার উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ২৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা শিবির। এই শিবিরকে কেন্দ্র করে এদিন হিন্দোল সংস্থার উদ্যোগে প্রচুর ছেলেমেয়ে থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা করার জন্য শিবিরে আসেন। থ্যালাসেমিয়া নিয়ে সমাজে যে উত্তরোত্তর জানার ইচ্ছা ছড়িয়ে পড়েছে, মানুষের ভিড় তা প্রমাণ করছে। উদ্যোক্তাদের তালিকা অনুযায়ী শিবিরে প্রায় ১০০ জন এই বাহক রক্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এদিন হিন্দোল-এর ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত হয়েছে অন্যান্য বিষয়ে স্বাস্থ্য শিবির। শিবিরে আগতদের সেইসব বিষয়ের ওপর স্বাস্থ্য পরীক্ষায়ও বহু মানুষ অংশগ্রহণ করেন। শিবিরে হিন্দোলের সভাপতি মিহির রঞ্জন সরকার সহ উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সাম্প্রতিক নর্থের স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- সাম্প্রতিক নর্থের উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ২৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির এবং স্বাস্থ্য শিবির। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। শিবিরে ১৮ জন সচেতন ছেলেমেয়ে তাঁদের থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা করান। এছাড়া স্বাস্থ্য শিবিরে সংগঠনের স্বাস্থ্য কর্মীরা বিএমডি, ইসিজি, হিমোগ্লোবিন, সুগার এবং ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা করেন। শিবিরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে বহু মানুষের সমাগম হয়।

কলকাতা বইমেলার উদ্বোধন

কলকাতার বইমেলার উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

ডাফ স্কুলে সচেতনতা শিবির

ডাফ স্কুল বালিকা বিদ্যালয়ে সচেতনতা শিবিরে ভাষণ দিচ্ছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য

নিজস্ব প্রতিনিধি- ডাফ স্কুল বালিকা বিদ্যালয়ে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে ৯ জানুয়ারি বিদ্যালয় ভবনে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। শিবিরে থ্যালাসেমিয়ার ওপর মূল বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। থ্যালাসেমিয়ার ওপর একটি মনোজ্ঞ কুইজও পরিচালনা করেন তিনি। কুইজে অংশগ্রহণকারী সফল উত্তরদাতাদের পুরস্কৃত করা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ। এছাড়া বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা শ্রাবণী বিশ্বাস, শিক্ষিকা মণিকা দাস মাখাল, সুতপা ভাদুড়ি, বর্ণালি ঘোষ ভট্টাচার্য্য, স্নেহা ঘোষ ও শর্মি দত্ত সহ অন্যান্যরা।

তিনটে অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি- এ বছর নেতাজি জন্মজয়ন্তী এবং সরস্বতী পুজো একই দিনে পড়েছে। ফলে এদিন সকালে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে সংগঠনের অফিসের সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। নেতাজির কর্মকাণ্ড নিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য সহ অন্যান্যরা। নেতাজির মূর্তিতে মাল্যদান করেন উপস্থিত সকল সদস্য। এরপর সংগঠনের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় সরস্বতী পুজো। এই পুজোকে কেন্দ্র করে

বাগদেবীর আরাধনায় সংগঠনের সদস্যরা

সংগঠনের সদস্যরা একে একে হাজির হন অডিটোরিয়ামে। গোটা অডিটোরিয়াম জুড়ে তখন যেন পুনর্মিলনের মেলা। ভক্তিসহকারে সকলে মিলে বাগদেবীর অঞ্জলিতে অংশগ্রহণ করেন। পুজো শেষে সংগঠনের সদস্য এবং অতিথিদের জন্য আয়োজন করা হয়েছিল পংক্তি ভোজের। প্রজাতন্ত্র দিবসেও সংগঠনের অফিসের সামনে জাতীয় পতাক উত্তোলন করা হয়। দেশপ্রেমিকদের মূর্তিতে মাল্যদান শেষে প্রজাতন্ত্র দিবসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য সহ অন্যান্য বক্তারা।

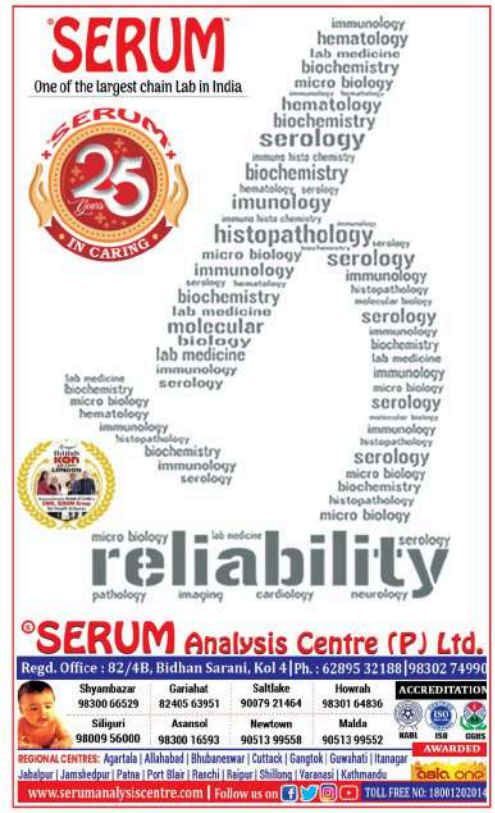

হু থেকে বিদায়ের প্রক্রিয়া শুরু আমেরিকার

ওয়াশিংটন- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) থেকে সরে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করল আমেরিকা। প্রায় ৭৮ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন হল। বিশ্ব জুড়ে হু-র স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজ চালাবার জন্য যে মোট অর্থ প্রয়োজন, তার ১৫ শতাংশ একাই দিত আমেরিকা। এখন সেই অর্থও পাওয়া যাবে না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, হু কোভিড-১৯-এর কাজ সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে নি। সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে রাজনৈতিক প্রভাব কাজ করত। দীর্ঘদিন ধরে হু-তে কোন বড় ধরনের সংস্কার হয় নি। আমেরিকা হু-কে বেশি পরিমাণ অর্থ জোগান দিত। কিন্তু হু-র নীতি প্রনয়নের ক্ষেত্রে আমেরিকার মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হত না। আমেরিকার সদস্যপদ ত্যাগের ফলে বিশ্বজুড়ে তৃণমূল স্তরে এর প্রভাব পড়তে বাধ্য। গোটা বিশ্বে পোলিও দূরীকরণ কর্মসূচী, ভ্যাকসিন সরবরাহ, বিভিন্ন রোগের অনুসন্ধান কার্য্য, প্রসূতি এবং শিশুদের পুষ্টির প্রকল্প, যক্ষা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কাজ এখন শ্লথ গতিতে চলবে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। অন্যদিকে চিন সহ আরও কিছু দেশ হু-কে আরও আর্থিক সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এই ঘটনাটি নিয়ে বিশ্ব রাজনীতিতে একটা বড় প্রভাব পড়তে পারে।

মাচাদোর নোবেল ট্রাম্পের জিম্মায়

নোবেল পুরস্কার ট্রাম্পকে দিলেন মাচাদো

ওয়াশিংটন ডিসি- গত বছরে নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা আমেরিকা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে উৎসর্গ করেছিলেন ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী তথা মানবাধিকার কর্মী মারিয়া কোরিনা মাচাদো। এবার হোয়াইট হাউসে গিয়ে সেটা ট্রাম্পকে দিয়ে দিলেন মাচাদো। ট্রাম্পও পুরস্কারটি রেখেদিলেন। ওয়াশিংটনে গিয়ে ১৬ জানুয়ারি ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করেন মাচাদো। পুরস্কারটি তুলে দেওয়ার পাশাপাশি রুদ্ধদ্বার বৈঠকও সারেন তিনি। বৈঠক সেরে সাংবাদিকদের বলেন, "তার দেশের স্বাধীনতার জন্য ট্রাম্প যে দায়বদ্ধতা দেখিয়েছেন, তারই স্বীকৃতি হিসেবে এই পুরস্কার তিনি তুলে দিয়েছেন ট্রাম্পের হাতে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ভেনেজুয়েলার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হওয়ার লক্ষ্যেই মাচাদোর এই কাজটি করলেন। নোবেল শান্তি কমিটি জানিয়েছে, কোনওমতেই প্রাপকের নাম বদল করা সম্ভব নয়।

ট্রাম্পের মর্জি

ওয়াশিংটন- রাশিয়ার থেকে জ্বালানি, পারমাণবিক কাঁচামাল কিনলে, আমেরিকা তাদের আমদানি পণ্যের ওপর ৫০০ শতাংশ শুল্ক চাপাবে। ট্রাম্প এই বিলে সম্মতি জানিয়েছে। আইনে নির্দিষ্ট করে কোন দেশের নাম নেই। তবে এই আইনের লক্ষ্য যে চিন, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, ও ব্রাজিল, তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। এই শুল্ক বৃদ্ধিকে মর্জি মাফিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড়কর্তা ডোনাল্ড ট্রাম্প।

সাগরপারের টুকিটাকি

বাংলাদেশে চার শতাংশ মহিলা প্রার্থী

ঢাকা- বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে এখনও পর্যন্ত প্রার্থীর সংখ্যা ২৫৬৯ জন। সেখানে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ১০৭। এর মধ্যে ৭২ জন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী, বাকিরা সব নির্দল। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৫১টি দলের মধ্যে ৩০টি দলের কোনও মহিলা প্রার্থী নেই। নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এবার ৪০ জন মহিলা প্রার্থী নির্দল হিসেবে ভোটে লড়ছেন।

'রেড উড' সংরক্ষণে সফল সমীক্ষা বাঙালির

ওরেগন- আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া এবং ওরেগনের দক্ষিণাংশে প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল উপকূল জুড়ে রয়েছে 'রেড উড'। এই গাছ বহুদিন বাঁচে এবং মহার্ঘ। চোরা শিকারিদের রুখতে ম্যাপিংয়ের চেষ্টা করেছিল মার্কিন প্রশাসন। সেই কাজে সমস্যাও ছিল প্রচুর। শেষ পর্যন্ত উপগ্রহ চিত্রের সাহায্যে নিয়ে ত্রুটিহীন ম্যাপিং সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রকল্পটির নেতৃত্বে ছিলেন হুগলির চণ্ডীতলার যুবক শুভম বন্দ্যোপাধ্যায়। ম্যাপিংয়ের গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

বিক্ষোভের আগুন জ্বলছে ইরানে

তেহরান- ইরান পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সামরিক অভিযান যে কোনও সময় হতে পারে। ট্রাম্প বলেছেন, "আমরা এমন আঘাত হানব, তা হয়তো অতীতে কখনও দেখেনি ওরা।" বিক্ষোভকারীদের এখন সরাসরি জঙ্গি বলেই উল্লেখ করছে ইরান সরকার। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেছেন, ইজরায়েল ও আমেরিকা মিলে ইরানে অচলাবস্থা তৈরি করছে। এখনও পর্যন্ত ৫০০-র বেশি বিক্ষোভকারী, জেলবন্দি প্রায় ১০ হাজার। ইরানের সর্বোচ্চ শাসক আয়াতোলা খামেনেইয়ের মৃত্যু চাইছেন বিক্ষোভকারীরা।

ট্রাম্পের খবরদারি ভেনেজুয়েলায়

কারাকাস- রাতের অন্ধকারে ৩ জানুয়ারি রাজধানী কারাকাসে লাগাতার বিমান হামলা চালিয়ে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো মোরোস এবং তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে বন্দি করে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হল। কোনও দেশের বর্তমান প্রেসিডেন্টকে তাঁরই বাসভবন থেকে অন্য দেশের সরকার দ্বারা মাঝরাতে এভাবে অপহরণ করে বন্দি করার দৃষ্টান্ত বিশ্বে আর নেই বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে নয়াদিল্লি। সারা দেশ জুড়ে বামপন্থীরা ব্যাপক প্রতিবাদ জানিয়েছে। আপতত ভেনেজুয়েলার ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেস দায়িত্ব নিয়ে সরকারের হাল ধরেছেন। ট্রাম্পের মূল লক্ষ্য, ভেনেজুয়েলার বিশাল তেল ভান্ডার এবং সেই দেশের রাজনৈতিক শক্তিকে দখল করা।

তুষার ঝড় আসছে

টেক্সাস- আগামী কয়েকদিন আমেরিকার পূর্ব উপকূলে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চলবে প্রবল তুষার ঝড়। এরকম সতর্কতা জারি করেছে সে দেশের আবহাওয়া দফতর। ২৩ জানুয়ারি কয়েকটি অঞ্চলে প্রবল তুষারপাত হয়েছে। ২৩ জানুয়ারি থেকে টেক্সাস, ওকলাহোমা এবং কানসাসে প্রবল তুষারপাত হয়েছে। ইতিমধ্যেই আমেরিকার ১৪ প্রদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে প্রশাসন।

রাজি ডেনমার্ক

লুক- গ্রিনল্যান্ডের নিরাপত্তা নিয়ে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনায় রাজি হয়েছেন। ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেট ফ্রেডরিকসন। উত্তর মেরুর ওই অঞ্চলের সার্বভৌমত্ব নিয়ে কোনও আপস করতে রাজি নয় তাঁর সরকার।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৪)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন !

প্রঃ অ্যানিমিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করলে ভালো হয়। আমার মাকে সম্প্রতি রক্ত দিতে হয়েছে। *শিখা দত্ত, বালি*

উঃ এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের দেশে অনেকেরই রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া হয়। এর ঠিকমত কারণ বার করতে হবে এবং যথাযথ চিকিৎসা করতে হবে।

অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা হল, রক্তে লোহিত রক্তকণিকা (RBC) বা হিমোগ্লোবিন কমে যাওয়া। এর ফলে বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিতে পারে, যেমন—ক্লান্তি, দুর্বলতা, শ্বাসকষ্ট, কর্মদক্ষতা কমে যাওয়া প্রভৃতি। এছাড়াও মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়, মাথাব্যথা, শরীরে ব্যথা প্রভৃতি হতে পারে। চামড়া ফ্যাকাশে বা হলুদ হয়ে যায়। হাত, পা ঠান্ডা হয়ে যেতে পারে।

অ্যানিমিয়ার কারণ ও প্রকারভেদ কারণ অনুযায়ী অ্যানিমিয়া প্রধানতঃ তিন রকমের হয়।

(১) রক্তক্ষয়ের জন্য অ্যানিমিয়া এই রক্তক্ষয় বেশ কিছুদিন ধরে হতে পারে। বিভিন্ন কারণ থেকে হতে পারে, যেমন— (ক) পেটের সমস্যা থেকে। যেমন—পেপটিক আলসার, অর্শ, ক্যানসার প্রভৃতি থেকে। (খ) ওষুধ থেকে যেমন অ্যাসপিরিন, আইবুপ্রোফেন প্রভৃতি ব্যাথার ওষুধ, যার থেকে আলসার বা গ্যাস্ট্রাইটিস হতে পারে। (গ) অতিরিক্ত মেনসচুরেশন থেকে, যেমন ইউরেটাসের টিউমার থাকলে। (ঘ) আঘাত বা অপারেশনের পর।

(২) কম বা অস্বাভাবিক রক্তকোষ তৈরি হওয়ার ফলস্বরূপ অ্যানিমিয়া এক্ষেত্রে শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে লোহিত রক্তকণিকা (RBC) তৈরি হয় না বা যেসব রক্ত তৈরি হয়, সেগুলি ঠিকমতো কাজ করে না। এগুলি হতে পারে বিভিন্ন কারণে, যেমন— **(ক) অস্থিমজ্জা** (Bone marrow) **ও স্টেম সেলের সমস্যা** এর ফলে শরীরে যথেষ্ট পরিমাণ রক্ত তৈরি হয় না। যদি যথেষ্ট পরিমাণে স্টেম সেল না থাকে বা সেগুলি ঠিকমত কাজ না করে, অথবা অন্য কোষ তাদের জায়গায় চলে আসে, যেমন— ক্যানসার কোষ, সেক্ষেত্রে অ্যানিমিয়া হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে **অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া** এই অবস্থা দেখা দেয় যখন অস্থিমজ্জাতে যথেষ্ট স্টেম সেল থাকে না বা একেবারেই থাকে না। অনেকসময় এর কোন নির্দিষ্ট কারণ পাওয়া যায় না। কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণ থাকে। যেমন—কিছু ওষুধ, লিউকোমিয়া, মাল্টিপল মায়েলোমা, কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি, ইনফেকশন প্রভৃতি।

থ্যালাসেমিয়া এই রোগে জিনঘটিত কারণে রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে যায়। এই রোগ অল্পমাত্রায় (Thalassemia Minor) বা বেশিমাত্রায় (Thalassemia Mazor) হতে পারে। এই রোগের প্রকোপ বেশি হয় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা প্রভৃতি জায়গায়। একজন বাহকের সঙ্গে আরেকজন বাহকের বিবাহ হলে তবেই এই রোগ প্রকট হতে পারে।

আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া এর কারণগুলো হল— (১) খাদ্যে আয়রনের অভাব। বিশেষত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এবং নিরামিশাষীদের ক্ষেত্রে, (২) কিছু ওষুধ বা খাবার থেকে, (৩) ঘনঘন রক্তদান করলে, (৪) গর্ভাবস্থা বা স্তন্যদানের ফলে, (৫) খাদ্যনালীর সমস্যা।

ভিটামিনের অভাবজনিত অ্যানিমিয়া যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন বি-১২ ও ফলিক অ্যাসিড না পেলে এই অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন— **(ক) খাদ্যজনিত অভাব** যদি অল্প মাংস খাওয়া হয় বা মাংসই না খাওয়া হয় তবে যথেষ্ট পরিমাণ বি-১২ পাওয়া যায় না। আবার যদি শাকসবজি না খাওয়া হয় বা বেশি রান্না করে ফেলা হয় তবে ফলিক অ্যাসিডের অভাব ঘটে।

মেগালোব্ল্যাস্টিক অ্যানিমিয়া যখন যথেষ্ট ভিটামিন বি-১২ বা ফলিক অ্যাসিড পাওয়া যায় না।

পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়া যখন শরীরে যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন বি-১২ শোষিত হয় না অন্ত্র থেকে। ইন্টারসিক ফ্যাক্টর (Intrinsic factor)-এর অভাব থেকে হয় এটা।

ভিটামিনের অভাবের অন্যান্য কারণগুলি হল—বিভিন্ন ওষুধ, অন্ত্রের অসুখ, অতিরিক্ত অ্যালকোহলের ব্যবহার।

লেডের বিষক্রিয়া অস্থিমজ্জার জন্য লেড ক্ষতিকারক। এক্ষেত্রে রক্তে (RBC)-র সংখ্যা কমে যায়। এটা হতে পারে যখন বড়রা কাজের সময় লেডের সংস্পর্শে আসে বা ছোটরা লেড মিশ্রিত রক্ত ভুলবশতঃ খেয়ে ফেললে।

সিকল্ সেল অ্যানিমিয়া এক্ষেত্রে (RBC) গুলো কাস্তের মত আকার ধারণ করে এবং তাড়াতাড়ি বিনষ্ট হয়ে যায়। এই অস্বাভাবিক (RBC) গুলি ছোটো রক্তনালীর গায়ে আটকে গিয়ে ব্যথা সৃষ্টি করে। জিনের পরিবর্তনের ফলে এই রোগ হয়। আফ্রিকান, আফ্রিকান-আমেরিকানদের এই রোগ বেশি হয়।

কিছু দীর্ঘস্থায়ী অসুখের সঙ্গে থাকা অ্যানিমিয়া যেমন কিডনির অসুখের শেষ অবস্থা, ক্যানসার, হাইপোথাইরয়েডিজম, ইনফেকশন, ডায়াবেটিস, এস এল ই, রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস প্রভৃতি।

(৩) RBC ধ্বংস হওয়ার ফলস্বরূপ অ্যানিমিয়া হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া। এর কারণগুলি হল—সিকল সেল অ্যানিমিয়া, থ্যালাসেমিয়া, টিটিপি, প্লীহার বৃদ্ধি, কিছু অসুখ, ইনফেকশন। যেমন—কিছু ওষুধ, ইনফেকশন, যেমন—ম্যালেরিয়া, সাপের বিষ, টিউমার, প্রস্থেটিক হার্ট ভালভ, ভ্যাসকুলার গ্র্যাফটস, সাংঘাতিক উচ্চ রক্তচাপ প্রভৃতি।

অ্যানিমিয়ার রোগ নির্ণয় Complete Blood Count (CBC), Reticulocyte Count, Ferritin, Hemoglobin Electrophoresis, অস্থিমজ্জার পরীক্ষা (Bone Marrow Examination), Stool for Occult Blood প্রভৃতি পরীক্ষা করলে অ্যানিমিয়ার কারণ সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়াও, আরও কিছু পরীক্ষা করতে হতে পারে।

অ্যানিমিয়ার চিকিৎসা এটা নির্ভর করে, কি ধরনের অ্যানিমিয়া হয়েছে, তার ওপরে। আয়রন বা ভিটামিনের অভাবে অ্যানিমিয়া হলে এগুলি দূর করতে হবে।

রক্তপাতের ফলে অ্যানিমিয়া হলে তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

Aplastic Anemia হলে কিছু ওষুধ, রক্ত সঞ্চালন ও অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন (Bone Marrow Transplantation) করার দরকার হয়।

থ্যালাসেমিয়ার এমনি কোনো চিকিৎসা নেই। রক্ত সঞ্চালন (Blood Transfusion), Desferrioxamine এবং কিছু ক্ষেত্রে Bone Marrow Transplanation দরকার হয়।

Sickle Cell Anemia-র ক্ষেত্রে ব্যাথার ওষুধ, ফোলিক অ্যাসিড, অ্যান্টিবায়োটিক, অক্সিজেন থেরাপি প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। কিছু ক্ষেত্রে Hydroxyurea কার্যকরী হয়।

সুতরাং এইসব মাথায় রেখে সঠিকভাবে অ্যানিমিয়ার কারণ নির্ণয় করতে হবে এবং যথাযথ চিকিৎসা করাতে হবে।

প্রঃ অ্যানিমিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করলে ভালো হয়। আমার মাকে সম্প্রতি রক্ত দিতে হয়েছে। *শিখা দত্ত, বালি*

উঃ এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের দেশে অনেকেরই রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া হয়। এর ঠিকমত কারণ বার করতে হবে এবং যথাযথ চিকিৎসা করতে হবে।

(পুনর্মুদ্রিণ)

পৃষ্ঠা-৩

সম্পাদকীয়

অকারণে

রাজনীতি সর্বভুক। দেশের প্রধান দুটি বিনোদন সিনেমা (বলিউড ও টলিউড) ও ক্রিকেটে যাতে আমজনতা সর্বাধিক ব্যাপৃত থাকে—উভয়েই রাজনীতির করাল গ্রাসে নিমজ্জিত। দেশের মূল চালিকা শক্তিগুলো ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। তার সঙ্গে এই দুটি বিনোদনই সরাসরি যুক্ত। বাংলাদেশের ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর রহমানের আই পি এল খেলা নিয়ে যে কুনাট্য অভিনীত হল, তা এই ধরনের রাজনীতির মোক্ষম উদাহরণ। রাজনীতির এই খেলা বহুমাত্রিক। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যে কূটনৈতিক অস্থিরতা চলছে, তাকে কেন্দ্র করে দেশপ্রেমের ধোয়া তুলে দেওয়া হল। তবে বাংলাদেশে সম্প্রতি হিন্দুসংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিপদ আগের থেকে অনেক বেশি বাড়ছে। যে ধরনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে, তা ভয়ংকর। প্রতিবেশী দেশের সমাজে এই ধরনের ঘটনার নিন্দা সাধারণত আন্তর্জাতিক কূটনীতির স্তরে করা হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল এই ইস্যুটিকে সামনে রেখে দেশপ্রেমকে জাগিয়ে তোলা হচ্ছে। মুস্তাফিজুর এই খেলার বোড়ে। একইভাবে বাংলাদেশ যেভাবে টি ২০ বিশ্বকাপে ভারতে খেলতে না আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটাও একই দোষে দুষ্ট। এখন ভারত কি বাংলাদেশ অথবা পাকিস্তানের মতো হতে চাইছে?

ক্রিকেটের ওপর দেশপ্রেমের গুরুভার বোঝা চাপানো হচ্ছে। খেলার মাঠে পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে করমর্দন না করাটা অসৌজন্যেরই সামিল। বাংলাদেশের খেলোয়াড়কে আই পি এলে নেওয়ার পরে বাদ দিয়ে দাওয়াও একই ব্যাপার। যে সমস্যা কূটনৈতিক স্তরে সমাধান হওয়াটাই কাম্য, তা এখন ঢুকে পড়েছে খেলার মাঠে, স্টুডিও মহল্লায়। 'Sporting attitute' বলে যে একটা কথা আছে তা এখন ক্রমশ ফিকে হয়ে যাচ্ছে। দুটি বৃহৎ বিনোদন উগ্র জাতীয়তাবাদ দেখাবার জায়গা হয়ে উঠল। সেটা বোঝা কঠিন ব্যাপার নয়, কারণ এই দুটি মাধ্যমের সাহায্যে অল্প সময়ে বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব। খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে এই দুটি বিনোদনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কিছু সংখ্যক বিশেষ মানুষজন এবং কিছু বার্তাবাহক। তাঁরা এই কাজটা যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে করছেন, যাতে নিজের এবং কিয়দংশের স্বার্থসিদ্ধি হয়।

ক্রীড়া প্রশাসক সংস্থা চলবে খেলোয়াড়ি নিয়মে। কিন্তু এরা চলছে রাজনীতির অঙ্গুলি হেলনে এটা জলের মত পরিষ্কার। বোর্ডের নির্দেশ অমান্য করলে কি হতে পারে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদের ফলে বিষবৃক্ষ এমনভাবে নুয়ে পড়েছে যে, এই ফল যে খাবে আর যে খাবে না দুয়েরই অবস্থা একই প্রকার হবে।

মহাশক্তির আস্ফালন

কেশবচন্দ্র সেন

হে মানব, শক্তির কাছে তোমার তেজ খাটিবে না, সেই দর্পহারিণীর নিকটে তোমার সমুদায় অহঙ্কার চূর্ণ হইবে, কেন না তোমার সমস্ত শক্তি তাঁহার আশ্রিত বলিয়া তোমাকে অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার আশ্রিত বলিয়া তোমাকে অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার পদানত হইবে। যে মা আমাদিগকে জন্ম দিলেন, যে জননী আমাদিগকে পৃথিবীতে আনিলেন, তাঁহার মুখের পানে আমরা তাকাইতে পারি না। তাঁহার শক্তির প্রভাবে আমরা কম্পিতকলেবর হই। কি ভয়ানক শক্তি। সমুদ্র পর্ব্বত বায়ু বৃষ্টি অগ্নি চন্দ্র সূর্য্য সকলে যাঁহার কাছে জোড় হাত করিয়া স্তব করিতেছেন, তাঁহার ইঙ্গিতে সৃষ্টি, ইঙ্গিতে প্রলয়, তাঁহার মুখের দিকে কে তাকাইতে পারে? আমি কোন্ শক্তির কথা বলিতেছি জান? যে ভয়ঙ্কর সৃজনী শক্তি ঘোর অন্ধকারের ভিতর হইতে ব্রহ্মাণ্ডের কেশ ধরিয়া তাহাকে টানিয়া বাহির করিল। যখন কিছুই ছিল না তখন সেই শক্তি গম্ভীর স্বরে বলিল, 'আয় সূর্য্য আয়, আয় চন্দ্র আয়, পৃথিবী গ্রহ তারা নক্ষত্র সকলে সারি গাঁথিয়া আয়।' অদ্যাপি সেই শক্তি আকাশমার্গে কোটি কোটি পৃথিবীতে অঙ্গুলীকে ঘুরাইতেছে। সেই মহাশক্তি মহা-কালীর বিচিত্র ক্রীড়া মহাসমুদ্রের আস্ফালনে ও ভীষণ বজ্র-ধ্বনিতে উপলব্ধি করিয়া আমরা ভীত হই। যখন এই শক্তি ভৌতিক রাজ্য হইতে ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়া ধর্ম্ম-শক্তিরূপে অধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, তখন ইহার মূর্ত্তি আরও ভয়ঙ্কর হয়। ইহা সমরসজ্জায় সজ্জিত হইয়া রণ-ক্ষেত্রে মহাবিক্রম প্রকাশ করিয়া অসুর বধ করে।

এলি উইজেল— আমাদের পক্ষ নিতে হবে। নিরপেক্ষতা নিপীড়ককেই সাহায্য করে, কখনওই নিপীড়িতকে নয়।

মারিয়া ভন ট্রাপ—সঙ্গীত একটা জাদুচাবির মতো কাজ করে, যা দিয়ে সব থেকে বন্ধ হৃদয়কেও উন্মুক্ত করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তি দান করে।

স্টিফেন হকিং— কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পূর্ণ বিকাশই সম্ভবত মানবসভ্যতার সমাপ্তির ঘোষণা করতে পারে।

ওয়েবসাইট : www.serumthal.com
ই-মেল : serumthalassemia2022@gmail.com
যোগাযোগ : 98305 60296
ফেসবুক : Serum Thalassemia Prevention Federation

মাসতামামি

১ ফেব্রুয়ারি — কলকাতায় প্রথম চারুকলা প্রদর্শনী ১৮৩১
প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠা ১৯৬০
প্রথম মিগ-১৭ বিমান আকাশে উড়ল ১৯৫০

২ ফেব্রুয়ারি — স্ট্যালিনগ্রাদ জয় করে সোভিয়েত সেনারা ১৯৪৩
এশিয়াটিক সোসাইটির অংশ হিসেবে কলকাতা মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠা ১৮১৪

৩ ফেব্রুয়ারি — শিল্পী নন্দলাল বোসের জন্ম ১৮৮৩
হাওড়া ব্রিজের উদ্বোধন ১৯৪৩

৪ ফেব্রুয়ারি — বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ১৯১৬
পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর জন্ম ১৯২২
বিশ্ব ক্যান্সার দিবসের ঘোষণা ২০০০

৫ ফেব্রুয়ারি — চার্লি চ্যাপলিনের প্রথম ছবি মর্ডান টাইমস মুক্তি পেল ১৯৩৭

৬ ফেব্রুয়ারি — কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে গভর্ণর স্ট্যানলিকে গুলি করলেন বিপ্লবী বীনা দাস ১৯৩২
গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের জন্ম ১৮৭৪

৭ ফেব্রুয়ারি — চার্লস ডিকেন্সের জন্ম ১৮১২
গ্রেনেডার স্বাধীনতা ১৯৭৪

৮ ফেব্রুয়ারি — স্টুডেন্টস হেলথ হোমের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ নীহার মুন্সীর প্রয়াণ ১৯৮৯
পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের চেয়ারম্যান হলেন ১৯৩৬

৯ ফেব্রুয়ারি — কলকাতায় টাকশাল স্থাপিত হল ১৭৫৭
দেশে প্রথম জনসংখ্যার কাজ শুরু হল ১৯৫১

১০ ফেব্রুয়ারি — নাট্যকার ব্রেখটের জন্ম ১৮৯৮
কবি নবীন চন্দ্র সেনের জন্ম ১৮৪৭

১১ ফেব্রুয়ারি — কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম ১৮৮২
কারাবাস থেকে মুক্তি পেলেন নেলসন ম্যান্ডেলা ১৯৯০

১২ ফেব্রুয়ারি — ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিল ১৯২২
চার্লস ডারউইনের জন্ম ১৮০৯

১৩ ফেব্রুয়ারি — বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠা ১৮৯০
কলকাতা থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হল দিল্লিতে ১৯৩১

১৪ ফেব্রুয়ারি — ভারতের প্রথম হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা হল কলকাতায় ১৮৮১
পুলওয়ামায় সন্ত্রাসবাদীদের হামলা ২০১৯
মোঘল সম্রাট বাবরের জন্ম ১৪৮৩

১৫ ফেব্রুয়ারি — বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলির জন্ম ১৫৬৪

১৬ ফেব্রুয়ারি — কিউবার প্রধানমন্ত্রী হলেন ফিদেল কাস্ত্রো ১৯৪৯

১৭ ফেব্রুয়ারি — কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ভাষণ দিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩৭
শান্তিনিকেতন সফর করলেন গান্ধীজি ১৯১৫
কবি জীবনানন্দ দাসের জন্ম ১৮৯৯

১৮ ফেব্রুয়ারি — সংগীত শিল্পী জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের প্রয়াণ ১৯৯৭
শ্রী চৈতন্যদেবের জন্ম ১৪৮৬
গদাধর চ্যাটার্জির (শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব) জন্ম ১৮৩৬

১৯ ফেব্রুয়ারি — নিকোলাস কোপার্নিকাসের জন্ম ১৪৭৩
মারাঠা সম্রাট শিবাজির জন্ম ১৬৩০

২০ ফেব্রুয়ারি — সামাজিক ন্যায় দিবস
আমেরিকায় ডাক ব্যবস্থা চালু ১৭৯২
দৈনিক সংবাদপত্র হিসেবে অমৃতবাজার পত্রিকার প্রকাশ ১৮৯১

২১ ফেব্রুয়ারি — মাতৃভাষা দিবস
বিজ্ঞানী শান্তিস্বরূপ ভাটনগরের জন্মদিন ১৮৯৪

২২ ফেব্রুয়ারি — বিজ্ঞানী আয়ান উইলমার্ট ক্লোনিংয়ে সাফল্য পেলেন ১৯৯৭
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের জন্ম ১৮৮৫
বিশ্ব চিন্তা দিবস
মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যের জন্ম ১৮৩৬

২৩ ফেব্রুয়ারি — রাশিয়াতে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব শুরু ১৯১৭
যাদুকর পি সি সরকারের জন্ম ১৯১৩
কালীপ্রসন্ন সিনহার জন্ম ১৮৪১

২৪ ফেব্রুয়ারি — বাংলা বিহারকে একত্র করতে হরতাল দিয়ে আন্দোলন শুরু ১৯৫৪
মাদ্রাজ রাজ্যের নাম বদল করে হল তামিলনাড়ু ১৯৬১
সংগীত শিল্পী তালাত মেহমুদের জন্ম ১৯২৪

২৫ ফেব্রুয়ারি — ভারতের প্রথম মিসাইল 'পৃথ্বী'র সফল পরীক্ষা ১৯৮৮
গামাল আবদুল নাসের মিশরের প্রধানমন্ত্রী হলেন ১৯৫৪

২৬ ফেব্রুয়ারি — বহরমপুরে সিপাই বিদ্রোহ শুরু ১৮৫৭
সাহিত্যিক লীলা মজুমদারের জন্ম ১৯০৮
ভারতীয় বায়ুসেনারা পাকিস্তানের বালাকোটে আক্রমণ চালানো ২০১৯

২৭ ফেব্রুয়ারি — গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেসে অগ্নিকাণ্ড ২০০২
বায়ুসেনার পাইলট অভিনন্দন বর্তমানকে আটক করল পাকিস্তান সেনারা ২০১৯

২৮ ফেব্রুয়ারি — শেষ ব্রিটিশ সেনাদল ভারত ত্যাগ করল ১৯৪৮
নাট্যকার গিরীশ ঘোষের জন্ম ১৮৪৪
সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী ওলফ পামকে হত্যা ১৯৮৪
পালকাদের যুদ্ধে আসফ জা-কে পরাস্ত করলেন মারাঠা সম্রাট পেশওয়া বাজিগর

নতুন আইনের প্যাঁচ পয়জারে মনরেগার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি

রূপায়ণ চৌধুরী

কাজের অধিকারের ওপর নেমে এসেছে আক্রমণ। এটা খুবই স্বাভাবিক। অধিকার খুইয়ে বিহারের গরীব মানুষগুলো এই হাড় কাঁপানো ঠান্ডার মধ্যে ধর্ণায় বসেছেন। তাঁদের দাবি (ক) মহাত্মা গান্ধী—জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন (এমজিএনআরজিএ বা মনরেগা) অনুসারে কাজ দিতে হবে। (খ) কেন্দ্রীয় সরকার মনরেগার পরিবর্তে যে অদ্ভুত নামের ভিবিজিরামজি প্রকল্প এনেছে, সেটা বাতিল করতে হবে। এই মহিলা শ্রমিকরা মনরেগা প্রকল্পে কাজ চাইছেন, এটা প্রথম ঘটনা নয়। প্রতিবছরই এই ঘটনা ঘটে। কাজের দরখাস্ত জমা দিচ্ছেন, কাজ না পেলে ধর্ণায় বসছেন। এদের মনরেগা ছাড়া আয়ের অন্য কোনও পথ নেই। মনরেগায় কাজ করে হাতে তাঁরা কিছু টাকা পান। সেকারণেই এই প্রকল্পের প্রতি তাঁদের এত আকর্ষণ ও দরদ।

মোট কথা, কয়েক বছর আগে পর্যন্ত এই মহিলাদের বেশিরভাগেরই স্বাধীনতা ও ক্ষমতা বলে কিছুই ছিল না। তাদের গৃহস্থালির কাজকর্ম করে চার দেওয়ালের মধ্যেই দিন যাপন করতে হত। কখনই মাথা তুলে প্রতিবাদ করার সাহস ছিল না। আবার দলবদ্ধভাবে কাজ করার অভিজ্ঞতাও নেই। পাড়ার দাদা থেকে শুরু করে সরকারি আধিকারিকদের মত উঁচু দরের মানুষদের ভয় ভক্তি করে চলেন। এখন তাদের নিজেদের ওপর আস্থা প্রবল, সোজা কথা মুখের ওপর বলে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। নিজেদের অধিকার আদায় করে নিতে তাঁরা এখন সব সময় লড়াই করতে প্রস্তুত। এই অসম্ভবকে সম্ভব করা গেছে এই মনরেগার কারণে।

মনরেগা শ্রমিকদের সকলের অভিজ্ঞতা একই রকম নয়। আগে যখন মনরেগা চালু হয়, তখনই মনে হয়েছিল এই প্রকল্পটি অসংগঠিত গ্রামীণ শ্রমিকদের সংগঠিত করতে পারে। এই ধারণাটা বাস্তবে

পুরোপুরি সম্ভব হলেও বেশ কিছু জায়গায় সাড়া ফেলেছে। যেখানে সফল হয়েছে, সেখানে এই প্রকল্পের প্রভাব যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এই রাজ্যেও এই প্রকল্পের হাত ধরে অনেক শ্রমিক সংগঠনের প্রসার বৃদ্ধি হয়েছে। এদের মধ্যে অন্যতম পশ্চিমবঙ্গ খেতমজুর সমিতি। নরেগাকে অক্ষত রাখলে এবং প্রয়োগ চালু থাকলে শ্রমিক এবং তাঁদের সংগঠনগুলো, বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের অবস্থান আরও সুদৃঢ় হত। মনরেগার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল শ্রমিকদের আর্থিক নিরাপত্তা, উৎপাদনশীল সম্পদ সৃষ্টি এবং সাথে সাথে সক্ষমতা অর্জন।

খুবই দুঃখের কথা, গত মাসে মনরেগার প্রায় পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে। সংসদের উভয়কক্ষে একই দিনে পাশ করিয়ে নেওয়া হল ভিবি-জিরামজি আইন। অর্থাৎ নরেগাকে বাতিল করা হয়েছে। নতুন আইনটি কেন্দ্র সম্পূর্ণ কুক্ষিগত করে নিয়েছে। নতুন আইনে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে বিপুল ক্ষমতা রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার সুকৌশলে গোটা দেশে প্রচার চালাচ্ছে, ভিবি-জিরামজি আইনে প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারের জন্য বছরে ১০০ দিনের বদলে ১২৫ দিন কাজের নিশ্চয়তা রয়েছে। এটা তো মনরেগাতে করা যেত। নতুন আইনটিকে ভালো করে পড়লে বোঝা যাবে, এর আসল উদ্দেশ্যটা কি? কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা বাড়ানোটা দূর অস্ত এবং পাঁচটি উপায়ে নতুন আইনটিকে সংকোচন করা হয়েছে।

সর্বপ্রথম বলা যেতে পারে, এই আইনটি সম্পূর্ণ পৃথকভাবে নতুন আর্থিক কাঠামো তৈরি করেছে। এর আইন মেনে প্রতিটি রাজ্য সরকারের জন্য একটা নির্দিষ্ট বরাদ্দ নির্ণয় করা হবে। সেই বরাদ্দের ৪০ শতাংশ রাজ্যকে বহন করতে হবে। বরাদ্দের বাইরে গেলে রাজ্যকেই ১০০ শতাংশ ব্যয় বহন করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মেনে।

দ্বিতীয়ত, নতুন আইনের ৫(১) ধারা বলে কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করে দেবে কোথায়, কোন অঞ্চলে এই কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প চালু করা যাবে। প্রয়োজনে তা বন্ধও হতে পারে। সবই তুঘলকি ব্যাপার।

তৃতীয়ত, নতুন আইনের প্রথম তফসিলে ৫(৪) ধারায় বলা হয়েছে নতুন আইনের সব কাজই কেন্দ্রীয়ভাবে বিজ্ঞাপিত সমস্ত প্রকল্পের সঙ্গে একই সাথে সংঘটিত হবে। অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলোর কাজ শ্রম নির্ভর নয়, বরং উপকরণ নির্ভর।

চতুর্থত, আইনে উল্লেখ রয়েছে প্রতিটি রাজ্যকে চাষের মরসুমে ৬০ দিনের একটি সময়সারণী তৈরি করতে হবে। ওই নির্দিষ্ট সময়ে ভিবি-জিরামজির কাজ বন্ধ থাকবে। এতে খামোকা জটিলতা সৃষ্টি হবে। চাষের সময় এমনিতেই এই প্রকল্পে কাজের চাপ কম থাকে। সেটা আবার নতুন করে আইন করার প্রয়োজন আছে কী? এটা কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার পথে বাধা।

পঞ্চমত, ভিবি-জিরামজি আইনে প্রতিটি স্তরে বায়োমেট্রিক যাচাই, আধারভিত্তিক অর্থপ্রদান, জিও ট্যাগিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মত অত্যাধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি নিঃসন্দেহে ভালো কিন্তু গ্রামে-গঞ্জে এর প্রয়োগ ও প্রসার নেই বললেই চলে। ফলে তা শ্রমিকদের পদে পদে বিড়ম্বনায় ফেলবে।

পরিশেষে বলা যেতে পারে, নতুন আইনে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা কমবে। এসব নিয়েই ঢাক বাজানো চলছে সর্বত্র। প্রচারের ঢক্কানিনাদ তুলে গ্রামীণ শ্রমিকদের বেঁচে থাকার সামান্য সম্বলটুকুও লুঠ করে নেওয়া হচ্ছে।

ভারতের অর্থব্যবস্থায় আশঙ্কা ও সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে

কিশোরকুমার বিশ্বাস

সাধারণভাবে ভারতের অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা হল দেশের অর্থব্যবস্থায় অগ্রগতি চলমান। দেশের উন্নতির হার বা এখানে আয়-বৃদ্ধির হার মনে করে চলা হচ্ছে, তা বিশ্বের বড় বড় দেশের মধ্যে একেবারে শীর্ষে। এটাও সংবাদ মাধ্যমে বার বার আসছে এ পর্যন্ত চলমান অর্থবর্ষের প্রথমার্ধে জাতীয় আয় প্রায় ৮%। এবার অন্যান্য সংস্থাও ভারতের জাতীয় পূর্বাভাস বাড়িয়ে চলেছে ৬.৫ শতাংশ থেকে ৭.২ শতাংশ বা ৭.৫ শতাংশ পর্যন্ত। অন্যান্য যে কোন সংস্থাই নিজেরা আলাদা করে ভারতে বা অন্য কোনও দেশের আর্থিক ক্ষেত্রের তথ্য সংগ্রহ করে না। ভারতে সরকারের কাছ থেকেই তাদের তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। তারা কেবল সেই তথ্যগুলোকে নিয়ে নিজেরে মতো হিসাব করে। তাই তথ্য যেহেতু ভারত সরকারের তাই ওই সংস্থাগুলির ভারতে অর্থব্যবস্থার পূর্বাভাস ভারত সরকারে পূর্বাভাস থেকে খুব বেশি আলাদা হয় না। তাই বিশ্বব্যাঙ্ক কী বলছে বা আই এমন এফ বা অন্যান্য বৈদেশিক নামজাদা সংস্থা কী বলছে তার থেকে ভারতে অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক সময়েই নতুন কিছু ধারণা করা মুশকিল হয়।

ভারতের অর্থব্যবস্থা কতটা স্থিতিশীল

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার বেশ কম মনে হচ্ছে সত্যই যেন জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে থাকবে। আয়বৃদ্ধির হার ৮% হয়েছে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের প্রথমার্ধে। এছাড়া দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অনাদায়ি অর্থের পরিমাণ বেশ কম। ঋণের চাহিদা এত বেশি যে ব্যাঙ্কের ডিপোজিটের পরিমাণ তাকে যোগান দিতে পারছে না। শেয়ার বাজার এত বাধা সত্ত্বেও পড়ে যাচ্ছে না। বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান বেশ ভাল লাভের মুখ দেখছে এবং দেশের একটা অংশের মানুষের আয় অত্যন্ত বেশি। এই সব দেখলে মনে হয় ভারতে আর্থিক বিকাশ উল্লেখযোগ্যভাবেই ভাল এবং সমগ্র বিশ্বেই যেমন বিভিন্ন সমস্যা চলছে তার মধ্যেও ভারত যেন একটা বিশেষ অবস্থায়।

দেশের অর্থব্যবস্থার অন্য দিকটা কেমন?

মানুষের হাতে বেশি টাকার যোগান দেওয়ার উদ্দেশ্যে গতবারের ২০২৫-২৬ বাজেটে আয় কর অনেক ছাড় দেওয়া হয়েছে। পরেই হল জিএসটিতে পরিবর্তন। সাধারণ মানুষের আয় না বাড়লে দেশের আর্থিক অগ্রগতি বেশি দূরে ছড়াতে পারে না। এইজন্যই জিনিসের দাম কমিয়ে সাধারণ মানুষের প্রকৃত আয় বাড়িয়ে বাজারে যে চাহিদা বাড়াবার সাধারণ অর্থনীতির যুক্তি তা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। কারণ সাধারণ মানুষ অর্থাৎ ৮০ বা ৯০ শতাংশ মানুষের হাতে উল্লেখযোগ্য ক্রমক্ষমতা নেই ভারতে। ফলে আর্থিক প্রগতি তেমন হবে না। কিন্তু ভারতের ৮ শতাংশ আয়বৃদ্ধির হার হচ্ছে কীভাবে? এই বিষয়ে সেই পুরোনো কথা বলতে হবে।

আবার সংগঠিত ক্ষেত্রের মধ্যেও ভাল করছে এমন প্রতিষ্ঠান কিন্তু সকলে নয়। হয়তো অর্ধেকও নয়। তাই দেশের সামগ্রিক আর্থিক অগ্রগতি আমাদের সঠিকভাবে বিচার্য হয় না। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন সরকার যেভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি খুব কম বলে বিশেষ কৃতিত্ব দাবী করছে, এটা ভাল তো নয়ই বরঞ্চ ক্ষতিই হচ্ছে।

সরকার মূল্যবৃদ্ধির হার নিয়ে যাই প্রচার করুক বা হিসাব দেখাক সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তা মোটেও মিলছে না। খাদ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যের দাম গত বছরে এই সময়ের তুলনায় কমে যাচ্ছে—তা মোটেও ঠিক বলে মনে হচ্ছে না মানুষের কাছে। তাই খুচরো দাম কমে যাচ্ছে মানুষের কাছে এই কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

শহরের মানুষের আয় বাড়ছে না। সরকার এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল। কিন্তু যেমন কিছু ব্যবস্থা নিচ্ছে বলে দেখা যাচ্ছে না। দীর্ঘকাল স্থিতিশীল থাকার পর গ্রামের মানুষের আয় বাড়ছে বলে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সমীক্ষা অনুযায়ী সাধারণ মানুষের কাছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি এই সময়েই যদি ৬.৫ শতাংশ হয় তবে কী তাদের প্রকৃত আয় বাড়ছে?

বর্তমান বাণিজ্য ও বহির্বিশ্বে রাজনৈতিক সংকট একটা বিষয় বেশ কিছুদিন ধরে দেখা যাচ্ছে খোলা বাণিজ্যের বিষয় আর পৃথিবীতে থাকছে না। এটা কোনদিনই ছিল না গত ৫০ বছরে। তবুও বিশ্বায়নের যুগে কিছু দেশ খোলা অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদের আর্থিক বিকাশ বাড়িয়েছে। চীন এক নয়, আছে আরও বেশি কিছু দেশ। কিন্তু বর্তমানে আমেরিকার তরফ থেকে যে রকম আক্রমণ হচ্ছে তাতে বিশ্ব অর্থব্যবস্থা দিশাহারা। বিভিন্ন দেশের মধ্যে সংঘর্ষ তো চলছিলই। নতুন নতুনভাবে জড়িয়ে পড়ছে আরো কিছু দেশ। প্রথমদিকে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ট ট্রাম্প সরাসরি আমেরিকার স্বার্থে বিভিন্ন দেশের আমেরিকাতে রপ্তানির ওপর বড় বড় মাত্রায় শুল্ক চাপিয়ে তাদের রপ্তানিতে লাগাম পড়াতে চেয়েছে। এরপর শুরু হয়েছে নতুন খেলা। অন্যান্য দেশের মধ্যে বাণিজ্যে বাধা দান। যে যে দেশকে আমেরিকার পছন্দ নয় সেই সেই দেশের সঙ্গে কোনরকম বাণিজ্য করলে তাদের শাস্তিস্বরূপ আমেরিকায় রপ্তানি করা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বড় বড় মাত্রায় শুল্ক চাপিয়ে। যেমন-ভারত, চীন, যদি রাশিয়ার তেল কেনে বা ইরানে তেল কেনে তবে তাদের দ্রব্য যাতে আমেরিকাতে না রপ্তানি করা যায় তার জন্য অকল্পনীয় হারে ওই দেশের আমদানী শুল্ক চাপানো। তবে এ বিষয়ে ভারতেরও চাপ সবচেয়ে বেশি। চীনকে বেকায়দায় ফেলা এখনও সম্ভব হয়নি। ভারত সবক্ষেত্রেই নতিস্বীকার করছে বলে শোনা যাচ্ছে।

আমেরিকা শুল্কনীতি লাভ হলে ভারতের ওপর তার সম্ভাব্য প্রভাব

বিরাট পরিমাণে অর্থাৎ ৫০ শতাংশ হারে ভারতীয় দ্রব্য রপ্তানির ওপর আমেরিকাতে শুল্ক চাপলে ভারতের সব দ্রব্য নয়, তবে বহুদ্রব্যের রপ্তানি আমেরিকাতে বন্ধ হবে। এর ফলে ভারতে ডলারের আমদানি কমে যাবে। অর্থাৎ ডলারের তুলনায় রুপির মূল্য কমে যাবে অর্থাৎ রুপির বিনিময় মূল্য কমে যাবে। অর্থাৎ ১ ডলার কিনতে আরো বেশি রুপি গুণতে হবে ভারতকে।

কী কী করা যেতে পারে?

প্রাথমিকভাবে যাতে দেশের বাজার বড় হয় তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। খুব বড় ক্ষেত্রের দিকে নজর কম দিয়ে অসংগঠিত ক্ষেত্রের উন্নতি করা দরকার।

দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশে গবেষণা ও উন্নতির জন্য সরকারি ব্যবস্থা জরুরি। এছাড়া ভারতের উন্নতি লাভ নয়।

তৃতীয়ত, দেশে রাজনৈতিক সুস্থিতির প্রয়োজন। মানুষে মানুষে বিভেদ কমিয়ে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কগুলো করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি শান্ত করতে হবে।

চতুর্থত, দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং ক্ষুদ্র ও ছোট শিল্পের উন্নতির জন্য বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করতে হবে।

এটা ঠিক যে কেবল একটা বাজেট ঘোষণা করে সমস্যার সমাধান হয় না। চাই গণতান্ত্রিক পারে দীর্ঘকালীন উন্নয়নের সন্ধান। সচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে দেশের বাজারের বৃদ্ধির দিকে। তাই এখন সরকার যাই প্রচারে আনুক দেশে।

ট্রাম্পের শুল্কনীতি ও আগ্রাসন নীতি বাজারে আতঙ্ক তৈরি করেছে

জীবনচন্দ্র পাইন

বাজারের গতি বোঝা খুব কঠিন হয়ে দাড়াচ্ছে। নানা কারণে বিশ্বজুড়ে শেয়ার বাজারে কোন স্থিতিশীলতা আসছে না। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ভেনেজুয়েলার উপর সামরিক হামলা এবং গ্রিনল্যান্ডের দখল ঘিরে নেটোর ইউরোপীয় সদস্য দেশগুলিকে শুল্কবৃদ্ধির হুমকিতে।

সেনসেক্স ও নিফটি ও প্রতিদিন হু হু করে পড়ছে। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে ভারতের বাজারে প্রভাব পড়ছে ঠিকই কিন্তু তার মধ্যেও কিছু ইতিবাচক খবর কিছুটা রুপালি ঝলকানি দিচ্ছে বৈকি। (১) আয়কর ও জিএসটি কমায় বাজারে চাহিদা বাড়াতে পারে। (২) ভাল আর্থিক ফল করছে বিভিন্ন সংস্থাগুলি যা আশার আলো জোগাচ্ছে। (৩) আগামী বাজেটে (01/02/26) আছে কিছু সংস্কারের সম্ভাবনা। বাড়তে পারে প্রতিরক্ষা বরাদ্দ। (৪) কৃত্রিম মেধার পরিকাঠামো নির্মাণ, যা শিল্প স্বার্থে অগ্রাধিকার পেতে পারে আগামী বাজেটে যার প্রভাব শেয়ার বাজারেও পড়বে। (৫) আমেরিকা ভারতের বাণিজ্যচুক্তি সই হলে বাজারের উপর ভালো প্রভাব পড়বে।

ডলারের দাম বৃদ্ধি বা টাকার পতন (91 টাকা) একটা বিরুদ্ধ আবহাওয়া (আর্থিক) তৈরি করেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন অচিরেই টাকার দাম ডলার প্রতি 95 টাকা হতে চলেছে। এই আতঙ্কে লগ্নিকারিরা শেয়ার বাজারের অনিশ্চয়তা থেকে দ্রুত শেয়ার বিক্রি করে সোনা ও রুপোয় বিনিয়োগ করছে।

আমার এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মোটামুটি একটা ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির আর্থিক চিত্র তুলে ধরা হল, যা শেয়ার বাজার সম্পর্কিত।

নিচে কিছু শেয়ার নিয়ে আলোচনা করা হল। বিনিয়োগ ভাবনাকে সামনে রেখে।

এছাড়াও ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল বেরোচ্ছে সব কোম্পানিগুলোর। ভালো ভালো বড় মূলধনের কোম্পানিগুলির আর্থিক ফল বেশ ভালো। বিশ্ববাজারে মন্দার ফলে সেই সমস্ত শেয়ারে বেশ কিছু সংশোধন হয়েছে। দেখে শুনে SIP বেসিসে বিনিয়োগ করতে পারেন। বাজার উঠলে লাভবান হবেন। SBI, HDFC Bank, HCl Tech, Bandhan Bank, ICICI Bank, HDFC, LIFE, LIC ইত্যাদি শেয়ারের আর্থিক ফল ভালো এসেছে। Yes Bank উপরে 24 টাকার কাছে গিয়ে আবার 21.40 -এর কাছাকাছি। যারা উপরে বেচে রেখেছেন হাতের শেয়ার তারা আর একটু দেখে নিন 20.80 বা 21.00 টাকার কাছে আসলে তুলে নেবেন। যারা SIP করছেন তারা করে যাবেন।

Commodity :

সোনা 1,50,000 এবং রুপো 3,00,000 টাকা ছাড়িয়েছে। খুব বাড়লেও এখানে কিনে খেললে ঝুঁকি বেশি হয়ে যাবে। যে কোন সময় বাজার একটু 'U' টার্ন নিলে, সোনা রুপোতে সংশোধন আসবে। ফলে stop loss দিয়ে সোনা ও রুপো বেচে খেলুন। আর যারা এই পরিস্থিতি বুঝতে পারছেন না। তারা একটু সোনা বা রুপোতে কাজ করা থেকে বিরত থাকুন। NG ভালো সংশোধন হয়েছে। এই জায়গা (283 – 285) থেকে নিয়ে খেলার কথা ভাবুন। ক্রুড অয়েলও এই জায়গা থেকে নিয়ে খেলার কথা ভাবুন। আজ এই পর্যন্ত। আগামীতে খবরের ডালি নিয়ে আবার দেখা হবে। পত্রিকায় নজর রাখুন।

সাঁই সিল্ক (কলামন্দির) লিমিটেড (Sai-Silk (Kalamandir) Limited) : অনেক পুরোনো কোম্পানি। টেক্সটাইল সেক্টরের কোম্পানি। কিন্তু শেয়ার বাজারে আসে (IPO) ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। 231 টাকায় বাজারে লিস্টিং হয়েছিল। Price Brand ছিল 210-222 টাকায়। বর্তমান দাম 121.21 টাকা। অনেক সংশোধন হয়েছে। Valuation -এর দিক থেকে এই দাম চমকপ্রদ। পূর্ণ বিনিয়োগের জায়গা। Domestic Consumption বালা কোম্পানি। কোম্পানির ব্যবসা on line and off line দুই পর্যায়েই হয়। ভারতের বড় বড় 22টা শহরে প্রায় 74 টি নিজস্ব বিপনি কেন্দ্র আছে। বিদেশি বিনিয়োগকারী (F11) এবং দেশীয় বিনিয়োগকারীদের হাতে এদের ভালো পরিমাণ (13% – 14%) শেয়ার হোল্ডিং আছে। প্রোমোটারদের হাতে 61% হোল্ডিং আছে। মোটের ওপর কোম্পানির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এই দামে বিনিয়োগ ভাবনা থাকলে খারাপ হবে না। স্বল্পমেয়াদে 150 থেকে 160 টাকা যেতে পারে বলে বাজার বিশেষজ্ঞরা বলছে। মধ্যমেয়াদে (middle term) 350 – 400 টাকা যাবে বলে মনে করছে ওরা। আর দীর্ঘমেয়াদে (long term) খোলা আকাশ।

কামাত হোটেল ইন্ডিয়া লিমিটেড (Kamat Hotel India Limited) : মুম্বইয়ের কামাত ব্রান্ড খুব বিখ্যাত। বড় পাঁচতারা পুরনো হোটেল চেন। এর কার্যকলাপ 1986 সাল থেকে চলছে। ডঃ ভিট্টাল ভেঙ্কটেশ কামাত (Dr. Vittal Venkatesh Kamat)-এর প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্তী প্রজন্মের বিশাল কামাত (Bishal Kamat)-এর সিইও (CEO) এই হোটেল চেনের কর্ণধার। মুম্বই, পুনে, লুনাভালা, সিমলা, মানালি, জামনগর, দেরাদুন ইত্যাদি শহরে এদের প্রোজেক্ট হয়েছে। এছাড়াও হায়দরাবাদ, গোয়ালিওর, ভাবনগর, নাসিক ইত্যাদি শহরে নতুন প্রজেক্ট-এর ব্যাপারে অগ্রগতি চলছে। সম্প্রতি কিছু বড় বিনিয়োগকারী (Investors) ঢুকেছে এই শেয়ারে। 18 – 19% নীট মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে গত তিন বছরে। জুন 2025 ত্রৈমাসিকে 22% মার্জিন বৃদ্ধি পেয়েছে। জুন 2024-এ 1 কোটি PAT (Profit After tax) থেকে জুন 2026 -এ Pat 5 কোটি টাকা হয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগারী (F11) এবং দেশীয় বিনিয়োগকারীদের শেয়ার হোল্ডিং 4% – 5% । প্রোমোটার হোল্ডিংও খুব চমক প্রদ। ভালো প্রোমোটার হোল্ডিং এবং valuation -এর দিক থেকে বিচার করলে এই শেয়ার এই দামে সস্তা। বর্তমান শেয়ার মূল্য 264 টাকার আশেপাশে। 200 DMA (Daily Moving Average) এ 240 টাকার আশেপাশে। 384 টাকা 52 সপ্তাহের উঁচু। স্বল্পমেয়াদে 350 টাকা এবং মধ্যমেয়াদে 550 টাকার লক্ষ্যমাত্রা দিচ্ছে। আর দীর্ঘমেয়াদে খোলা আকাশ। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। বিনিয়োগ ভাবনা থাকবে। **(মতামত নিজস্ব)** ৯৮৭৫৫৩০৫৮৯ / ৮৯৩০১৩৬১৯৮

বিশ্ব রাজনীতিতে নির্লজ্জ আগ্রাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি- মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কিছুদিন আগে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে রাতের অন্ধকারে অপহরণ করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কারারুদ্ধ করে বিচারের নামে প্রহসন চালাবার বন্দোবস্ত করেছেন। পুরো ঘটনাটাই একেবারে অভূতপূর্ব এবং আশ্চর্যের বিষয়। ট্রাম্পের এই কাজ নিয়ে বিশ্বজুড়ে ধিক্কার শুরু হয়েছে। ঘটনাটা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। আন্তর্জাতিক আইন, সার্বভৌমত্বের বিচারে এই ঘটনার নিন্দা করাটাই যথার্থ।

ভেনেজুয়েলা দীর্ঘদিন ধরেই লাতিন আমেরিকায় আমেরিকার একচেটিয়া আধিপত্যের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদী কণ্ঠ। ভেনেজুয়েলা প্রতিবাদী শক্তির সঙ্গে একটি কার্যকরী সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। ভেনেজুয়েলার ওপর আমেরিকার এই হস্তক্ষেপের পেছনে একটা পরিকল্পিত কৌশল রয়েছে। নিকোলাস মাদুরোর সরকারকে টিকিয়ে রাখাটাই ট্রাম্পের সামনে বড় সমস্যা। কারণ নিকটবর্তী দেশগুলোর ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখার পথে আমেরিকাকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আমেরিকার 'ভালোমানুষি মনোভাব'-টা বারবার ধাক্কা খাচ্ছে। ভেনেজুয়েলা আগ্রাসনের নির্দশনটা সামনে রেখে পাশ্ববর্তী দেশগুলোকে পরোক্ষে একটা শিক্ষা দিতে চায় আমেরিকা।

আমেরিকার পরিকল্পনায় রয়েছে ভেনেজুয়েলার বিপুল জ্বালানি সম্পদ। বিশ্বের বাজারে আমেরিকার একক কর্তৃত্ব গড়ে তুলতে চায় আমেরিকা। তাই ভেনেজুয়েলাকে রাশিয়া এবং চিনের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবেন ট্রাম্প। আন্তর্জাতিক স্তরে ওয়াশিংটনের কর্তৃত্ব যাতে অটুট থাকে, তারই একটা পদক্ষেপ হিসেবে দেখতে হবে ভেনেজুয়েলার ঘটনাকে। ভেনে

জুয়েলাতে অন্যান্য রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া আমেরিকার পক্ষে সম্ভব নয়। লাতিন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বিচ্ছিন্ন বা ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়, বরং এটা আমেরিকার একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর গভীরে প্রোথিত।

আধুনিক পৃথিবীর চিত্রটাই একেবারে নতুন। কাল এ ধরনের হস্তক্ষেপকে বেশির ভাগ রাষ্ট্রই সমর্থন করবে না। কারণ এই আইনহীনতা এবং মহাপরাক্রমশালী রাষ্ট্রের একতরফা পদক্ষেপ আইনি বৈধতা পেয়ে গেলে, অন্যান্য অনেক রাষ্ট্রই এই পথের অনুগামী হবে। ফলে ভেনেজুয়েলা এবং মাদুরোর ওপর অন্যায় হয়েছেই এবং তার সাথে আন্তর্জাতিক আইনগত বিশ্বাসযোগ্যতাও ফিকে হল। এই পদক্ষেপটি আমেরিকার নয়া সাম্রাজ্যবাদের অন্ধকার দিকটিকে সামনে নিয়ে এল। অতীতে এই ধরনের হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণ অন্যভাবে প্রকাশিত হত। এর মধ্যে খানিকটা নৈতিকতা থাকত। আজ সেটাও অমিল। আমেরিকা তার পছন্দ মতো শাসনকে রাষ্ট্রের মাথায় বসিয়ে দিয়ে বকলমে সেই রাষ্ট্রের শাসনভার নিজেদের হাতে তুলে নেবে। এই ধরনের পদক্ষেপ বুক বাজিয়ে ঘোষণা করেছে আমেরিকা। আমেরিকার এটাই হল একটা নির্লজ্জ অবস্থান।

এই ঘটনাটা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ভাঙ্গনকে আরও সুদৃঢ় করবে, যা বিশৃঙ্খলাকেই শৃঙ্খলা হিসেবে দেখাতে চায়। দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে দখল করাটা কৌশল হিসেবে যথেষ্ট আত্মঘাতী। ঘটনাটি নিয়ে নিয়ে ভারতের নীরবতা একটি কৌশলগত পথ। এটা যথেষ্ট নিরাপদ। ট্রাম্পের এই পাগলামো কোথায় গিয়ে থামবে কেউ জানে না। আমেরিকাবাসীও বিষয়টা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত, তবে এই পৃথিবীটা তো আমাদেরই চিন্তা অথবা নীরবতার চিত্র। অপেক্ষা করা যাক।

প্রিয় সম্পাদক

দফারফা

শহরে এখন এ ধরনের ছবি প্রায়ই দেখা যায়। বাড়ির কর্তা গিন্নি এবং সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে মোটর সাইকেলে চলেছেন ফুরফুরে মেজাজে। মাথায় হেলমেট-এর কোনও চিহ্ন নেই। ছেলেমেয়েরা বানর টুপি মাথায় দিয়েছে। কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ কিন্তু এদের ধরে নি। প্রকাশ্য রাজপথে এরা চলাফেরা করছে, লুকিয়ে নয়, যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তখনই এই দুর্ঘটনা নিয়ে চেঁচামেচি, সমালোচনা শুরু হয়ে যাবে। কে দায়ী? অথচ দুর্ঘটনা ঘটলে কতগুলো প্রাণের ক্ষতি হবে? বড়সড় দুর্ঘটনা না ঘটলে আমাদের চৈতন্য ফেরে না। এই ধরনের উশৃঙ্খলতা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত।

শিবু দে, শিয়ালদহ

ঘরকুনো

ইদানিং বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয় থেকে ফিরেই মোবাইল নিয়ে গেম খেলতে বসে অথবা প্রাইভেট টিউটরের কাছে যায়। আমাদের সময় আমরা স্কুল থেকে ফিরে মাঠে গিয়ে খেলতাম। মাঠে না গেলে বাড়িতে বকা শুনতে হত। একমাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বিকেলের খেলাধূলা থেকে ছাড় পাওয়া যেত। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃতির সঙ্গে খানিকক্ষণ থাকা উচিত। এর ফলে শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ ঘটে। মোবাইল ফোনে গেম খেললে শরীর ও মনের কোনও বিকাশই ঘটে না। অভিভাবকদের কাছে অনুরোধ, বিদ্যালয় থেকে ফেরার পর সন্তানদের খেলাধূলা করতে পাঠান। ওদের ঘরকুনো করে তুলবেন না। যতটা সম্ভব স্কুলে পড়াকালীন মোবাইল ফোনের ব্যবহারকে সংযত করতে সন্তানদের একটু কড়া শাসনে রাখা দরকার।

শর্বরী পাল, বারাসত

বড্ড কড়াকড়ি

এস আই আর-র শুনানি চলছে এই বঙ্গে। কারও রেহাই নেই. শুনানির নামে একটা হয়রানি তীব্র আকার ধারণ করেছে। এনুমারেশন ফর্ম নিয়ে বিএলও'রা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন। সশরীরে উপস্থিতি কেন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে, তার কোনও সঠিক ব্যাখ্যা নেই। প্রয়োজনীয় নথি নিয়ে অন্য কেউ তো শুনানিতে হাজির হতে পারেন। যেটা প্রমাণ করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের, সেটা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে নাগরিকদের ওপর। যারা বা যিনি ইতিমধ্যে বহুবার ভোট দিয়েছেন, এপিক নম্বরের মালিক, তাঁকেই বলা হচ্ছে 'প্রমাণ করো, তুমি এ দেশের নাগরিক'। একজন ব্যক্তি যদি ভারতের নাগরিক না হন, তাঁর নাম ভোটার তালিকায় উঠবে না। সুনালী খাতুনকে দেশে ফিরিয়ে মানবিকতা দেখানো হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের আগে কোথায় ছিল এই মানসিকতা?

শম্ভু দে,, দমদম

খেজুর রস

বারাসতে নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত শীর্ষক খবরের পরিপ্রেক্ষিতে এই চিঠি। শীতের মরসুমে খেজুর রস অত্যন্ত সুস্বাদু। কিন্তু শিউলিরা খেজুর গাছে হাড়ির মুখ খালি করে পাতেন। ফলে অনেক জীবাণু থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা বাতিল করা যাচ্ছে না। নিপা ভাইরাসে জীবাণু মূলত শূকর, বাদুড় প্রভৃতি থেকে আসে। গ্রামাঞ্চলে বাদুড়ের উৎপাত আছে। সেইজন্য খেজুর রস এবং গুড় থেকে অতিরিক্ত সাবধানতা নেওয়া উচিত।

সমর দাস, বারাসত

স্টেডিয়াম

টি ২০, ভারত এগিয়ে ৩-০

রান পেলেন অধিনায়ক, অভিষেক ও ইশানের ব্যাটে ঝড়

অভিষেক ও ঈশান

নিজস্ব প্রতিনিধি- ওপেনাররা ব্যর্থ, তা সত্ত্বেও বড় জয় পেল ভারত। টি -টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে অভিষেক শর্মার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কাটিয়ে ওঠা গেল। ঈশান কিষান অভিষেক পর্বেই একটা দুর্দান্ত ইনিংস উপহার দিল। মাত্র ৩২ বলে তাঁর ৭৬ রানের ইনিংস পার্থক্য গড়ে দিল দু'দলের মধ্যে। ছন্দে ফিরলেন সূর্যকুমার যাদবও। ২৩ ইনিংস পার করে অর্ধশতরান টপকে তিনি ৩৭ বলে করলেন ৮২ রান। অপরাজিতও থাকলেন। ভারত-নিউজিল্যান্ড এই টি-টোয়েন্টি সিরিজ কেবলমাত্র দ্বিপাক্ষিক লড়াই নয়। বিশ্বকাপের প্রস্তুতিরও অঙ্গ। সিরিজের তিন ম্যাচে জিতে ভারত বুঝিয়ে দিল, কেন তারা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। নাগপুরে প্রথম ব্যাট করে জয় এসেছিল। এবার ২৩ জানুয়ারি রায়পুরে জয় এল ২০৯ রান তাড়া করে। মাত্র ১৫.২ ওভারে এই রান তুলে নিয়েছে ভারত। খেলতে নেমে ছ'রানের মধ্যে অভিষেক শর্মা ও সঞ্জু স্যামসনের উইকেট হারায় ভারত। দু'ওভার শেষে ভারতের ৮ রানে ২ উইকেট ছিল। তৃতীয় ওভার থেকেই শুরু হয় ছন্দপতন। বল করতে আসেন অনভিজ্ঞ জ্যাক ফোরাস। ওই ওভারে ২৪ রান তোলে ভারত। বিশ্বকাপের আগে এই জয়টা ভীষণ দামি। ম্যাচের সেরা হল ঈশান। নিউজিল্যান্ডে ব্যাটসম্যানেরাও ভালোভাবেই শুরু করেছিলেন। ভারতীয় বোলাররাও ব্যাপক চাপের মধ্যে রেখেছিলেন কিউয়িদের।

অভিষেকের তাণ্ডব ঃ গুয়াহাটিতে ২৫ জানুয়ারি অভিষেক এবং সূর্যকুমারের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আরও একটি সিরিজ জয় করে নিল ভারত। নিউজিল্যান্ডের ১৫৩ রান মাত্র ১০ ওভারে তুলে নিলে ভারত। অভিষেক শর্মা ২০ বলে ৬৮ রান করে অপরাজিত থাকেন। সূর্যকুমার যাদবও অপরাজিত থেকে ৫৭ রান করেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্রুততম অর্ধশতরানে অভিষেক হলেন দ্বিতীয়। প্রথম স্থানে রয়েছেন যুবরাজ।

সোফি ডিভাইনের বোলিংয়ে জয়ী গুজরাট

সোফি ডিভাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি- শেষ ছ'বলে জিততে হলে চাই ৯ রান। এই পরিস্থিতিতে ডব্লুপিএলে ২৭ জানুয়ারি গুজরাট জায়ান্টের কাছে মাত্র তিন রানে হারল দিল্লি ক্যাপিটালস। এই জয়ের মূল কারিগর হলেন গুজরাটের বোলার সোফি ডিভাইন। পরপর তিনি আউট করেন স্নেহ রানা, নিকি প্রসাদকে। সেখান থেকেই ম্যাচ ঘুরতে থাকে। সোফি শেষ করেন ৩৭ রানে চার উইকেট নিয়ে।

দিল্লির বাঁ-হাতি স্পিনার শ্রী চরণী ৩১ রানে চার উইকেট নিলেও বেথ মুনির অর্ধশতরানের সাহায্যে প্রথমে গুজরাট জায়ান্টস তুলেছিল ১৭৪-৯। অস্ট্রেলিয়ার কিপার ব্যাটার ৪৬ বলে ৫৮ রান করেন। জয়ের জন্য ১৭৫ রান তুলতে গিয়ে চাপে পড়ে যায় দিল্লি। শেফালি বর্মা ও লিজলি লি তেমন রান পান নি। লরা উলভার্ট ২৪ রান করেন। জেমিমা করেন ১৬ রান। একটা সময়ে ১০০ রানে ছ'উইকেট চলে যায় দিল্লির।

বরখাস্ত আমোরিম

লন্ডন- একটানা ব্যর্থতা, ক্লাব কর্তাদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ার ফলে দায়িত্ব নেওয়ার ১৪ মাসের মধ্যেই ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ম্যানেজারের পদ থেকে বরখাস্ত করা হল রুবেন আমোরিমকে। ৫ জানুয়ারি লিডস ইউনাইটেডের সঙ্গে ড্র করার পরে ক্লাবের বোর্ড কর্তাদের বিরুদ্ধে করা মন্তব্য করেছিলেন আমেরিকা। এরপরেই তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। গত দশ বছরে ১০ বার ম্যানেজার বদল করল ম্যান ইউ।

বৈভবের জেরে

নিজস্ব প্রতিনিধি- ফের বিধ্বংসী মেজাজে বৈভব সূর্যবংশী। বিশ্ব ক্রিকেটে ঝড় তুলে ১৪ বছরের দেওয়া এই ক্রিকেটার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ১৯-এ ফের জ্বলে উঠল ভৈরব। মাত্র ২৪ বলে ৬৮ রানের ইনিংস খেলল বৈভব। এর মধ্যে ১০টি ছয় এবং একটি বাউন্ডারি। ৫ জানুয়ারি বেনেবনিতে প্রথমে ব্যাট করে দক্ষিণ আফ্রিকা পেল ২৪৫ রান। পরে ভারত অনূর্ধ্ব ১৯ দল ১১ ওভারে দুই উইকেটে তোলে ১০৩ রান। খারাপ আবহাওয়ার কারণে ম্যাচ বন্ধ হয়ে যায়। ম্যাচ শুরু হওয়ার পর ডাক ওয়ার্থ লুইস নিয়মে ভারত জিতে যায়।

শেষ আটে বাংলা

বাংলার ক্রিকেটারদের জয়োল্লাস

নিজস্ব প্রতিনিধি- সাত পয়েন্ট পেয়ে রঞ্জিতে শেষ আটে গেল বাংলা। সাত উইকেট নিয়েছেন মহম্মদ শামি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে বাংলার হয়ে ১০২ উইকেট পেয়ে গেলেন শামি। চলতি বছরে শামি, মুকেশ কুমার, আকাশদীপ, শাহবাজ আহমেদ, অভিমন্যু ঈশ্বরনদের উপস্থিতিতে ট্রফির খরা কাটানোর স্বপ্ন দেখছেন বাংলা ক্রিকেটপ্রেমীরা। বাংলার রঞ্জি খরা কাটাতে চান শামি। খেলা ছিল বাংলা ও সার্ভিসেসের। বাংলা এক ইনিংস ও ৪৬ রানে জয়ী হয়েছে। এবার গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে বাংলা মুখোমুখি হবে হরিয়ানার। খেলা হবে লাহলিতে। শেষ মুহূর্তে কোনও পরিবর্তন না হলে তরুণ স্পিনার রোহিতকুমার প্রথম একাদশে থাকছেন।

প্রয়াত মনোজ কোঠারি

নিজস্ব প্রতিনিধি- বিশ্ব বিলিয়ার্ডসে ১৯৯০-র চ্যাম্পিয়ন মনোজ কোঠারি ৫ জানুয়ারি প্রয়াত হলেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি লিভারের সমস্যায় ভুগছিলেন। তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলির একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল। পরে ৫ জানুয়ারি তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বাংলাদেশে বন্ধ আই পি এলের টিভি সম্প্রচার

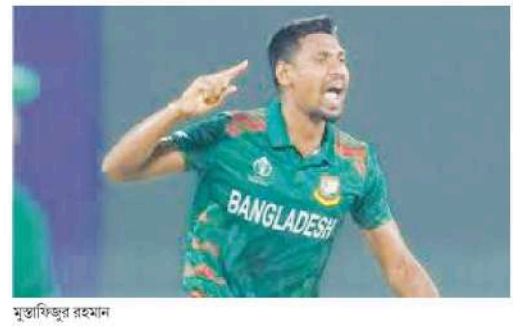

মুস্তাফিজুর রহমান

নিজস্ব প্রতিনিধি- ক্রিকেট দুনিয়ায় এই মুহূর্তে সবচেয়ে বিতর্কিত মানুষটির নাম মুস্তাফিজুর রহমান। যাকে সামনে রেখে ভারত-বাংলাদেশের ক্রিকেট সম্পর্কে প্রায় তলানিতে এসে পৌঁছেছে। মুস্তাফিজুরের আই পি এল খেলার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ার পরেই ভারতে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে আসবে না বলে জানিয়ে দেয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। এতে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হবে জেনেও এবার বাংলাদেশে আই পি এলের টিভি সম্প্রচারও বন্ধ করে দিল।

চার কোম্পানির আগ্রহ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি- এবারের আই এস এলের ব্রডকাস্টিং পার্টনারের টেন্ডার ওপেন করেছে ফেডারেশন। ২৩ জানুয়ারি ছিল আগ্রহী কোম্পানিগুলোকে নিয়ে প্রি-বিড কনফারেন্স। জানা গেছে এই প্রি-বিড কনফারেন্সে ভারতের চারটি কোম্পানি অংশগ্রহণ করেছে। এরা হল সোনি স্পোর্টস, ফ্যানকোড, জি স্পোর্টস এবং ব্রিটিশ কোম্পানি টু সার্কেল। ফেডারেশন সূত্রে জানা গেছে এই কনফারেন্সে আলোচনা ছিল যথেষ্ট ইতিবাচক। সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও জানা গেছে, দূরদর্শন বিষয়টিতে বেশ আগ্রহী। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বিষয়টা আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। ফেডারেশন আগ্রহী কোম্পানিগুলোর সঙ্গে আলোচনা করেই চূড়ান্ত সূচী প্রকাশ করবে। ক্লাবগুলোকে বেসরকারিভাবে তাদের ম্যাচ জানিয়ে দেওয়া হলেও, চূড়ান্ত সম্মতি নির্ভর করছে ব্রডকাস্টিং পার্টনারের ওপর। ফলে শেষ পর্যন্ত ম্যাচের সময় এবং সূচী খানিকটা রদবদল হতে পারে।

এক যুগ পরে উঠে বসলেন শুমাখার

জেনেভা- খুব ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছেন মাইকেল শুমাখার। হুইল চেয়ারে বসিয়ে বাড়িতেই চারপাশে ঘোরানো হচ্ছে ফর্মুলা ওয়ানের ট্র্যাকে গতির ঝড় তোলা নায়ককে। ২০১৩ সালে ফ্রান্সের আল্পস পর্বতে স্কিইং করার সময়ে পাথরে ধাক্কা খেয়ে শুমাখার আছড়ে পড়েছিলেন সামনে জমানো বোল্ডারের পাহাড়ে। হেলমেটের জন্য প্রাণে বাঁচলেও মারাত্মক আঘাত পান মস্তিষ্কে। দীর্ঘ ছ'বছর কোমায় ছিলেন ৯১টি গ্রাঁ পি এবং সাতটি বিশ্বখেতাব জয়ী শুমাখার। কোমা থেকে ফিরলে গত ১২ বছর শয্যাশায়ী ছিলেন তিনি। গ্রাঁ পি-তে শুমাখার ছিলেন পৃথিবী শ্রেষ্ঠ। সেই সময় তাঁর আশে পাশে কেউ ছিল না। শুমাখার মানেই গ্রাঁ প্রি জমে একাকার কিন্তু তাঁর বেপরোয়া চালচলন যথেষ্ঠ ছিল। তাঁকে এখন থেকে জেনেভাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হুইল চেয়ারে করে।

খেলবে স্কটল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি- আইসিসি ২৫ জানুয়ারি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, বাংলাদেশকে ছাড়াই হবে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। কারণ ভারতে আসতে তারা রাজি নয়। বাংলাদেশের জায়গায় খেলাবে স্কটল্যান্ড। ৭ ফেব্রুয়ারি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ইডেনে প্রথম ম্যাচ স্কটল্যান্ডের।

যুব ডার্বিতে জয় ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি- রিলায়্যান্স ফাউন্ডেশন ডেভলপমেন্ট লিগের ডার্বিতে জিতল ইস্টবেঙ্গল। মণিপুরের রিকি সিংয়ের জোড়া গোলে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এই জয়ের ফলে ৫ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থেকে আঞ্চলিক রাউন্ডের গ্রুপ পর্বে চলে গেল ইস্টবেঙ্গল।

চলে গেলেন বিন্দ্রা

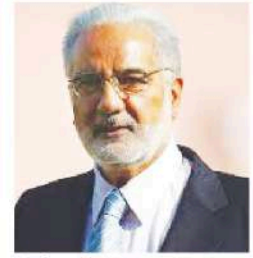

আই পি এস বিন্দ্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি- প্রাক্তন বোর্ড প্রেসিডেন্ট এবং প্রশাসক আই এস বিন্দ্রা ২৫ জানুয়ারি প্রয়াত হলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। প্রয়াত জগমোহন ডালমিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে ক্রিকেট প্রশাসনের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছিলেন তিনি। ২০১৫ সালে মোহালি স্টেডিয়ামের নামকরণ আই এস বিন্দ্রা স্টেডিয়ামে।

অঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সংগঠনের অন্যান্য অনুষ্ঠানের কয়েকটি বিশেষ মুহূর্ত

শান্তি ঘোষ স্টিট শিশু উদ্যানে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে চলছে সমস্ত বিভাগের সারা বাংলা বসে আঁকো প্রতিযোগিতা নিজস্ব চিত্র

ফানুস ব্যান্ডের অনুষ্ঠান নিজস্ব চিত্র সফল প্রতিযোগিদের প্রশস্তিকা দিচ্ছেন কার্যকরী কমিটির সদস্য মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সদস্য রজত বোস নিজস্ব চিত্র পুরস্কৃত ছবি তুলে ধরেছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য নিজস্ব চিত্র

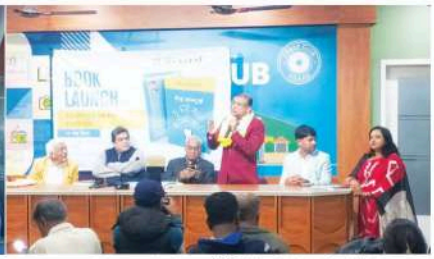

সহায়তা কেন্দ্রে প্রতিযোগিদের ব্যাজ প্রদান নিজস্ব চিত্র বিচারকবৃন্দের সাথে সফল প্রতিযোগিরা নিজস্ব চিত্র প্রেস ক্লাব কলকাতায় ডঃ রাজু দাসের বই উদ্বোধনে ভাষণরত সম্পাদক নিজস্ব চিত্র

বিচারকবৃন্দকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য নিজস্ব চিত্র নেতাজি জন্মজয়ন্তী পালন নিজস্ব চিত্র প্রজাতন্ত্র দিবসে বক্তৃতা করছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য নিজস্ব চিত্র

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কী ?

থ্যালাসেমিয়া কী ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) সন্দীপ মিল, ২) শীলা নন্দী, ৩) মালঞ্চ সাহা, ৪) রুবী মণ্ডল, ৫) এস এস চন্দ্র, ৬) সুদীপা কর্মকার, ৭) বিবেকানন্দ ঘোষ, ৮) অশোক পাল, ৯) প্রিয়জিত ভৌমিক, ১০) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ১১) সুকোমল দে, ১২) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ১৩) নিবেদিতা আচার্য্য, ১৪) অভিষেক কুমার মিত্র, ১৫) রণিতা মিত্র, ১৬) কৃষ্ণ চ্যাটার্জি, ১৭) দেবশঙ্কর নন্দী, ১৮) মিতালি পাল, ১৯) সৌমিত্র বসু, ২০) সুচিত্রা মুখার্জি, ২১) আবীর চ্যাটার্জি, ২২) সঞ্জয় সাহা, ২৩) আশীষ ভট্টাচার্য্য, ২৪) স্বপন কুমার ভুঁইয়া, ২৫) সেখ নাজিবুর রহমান, ২৬) তৃষা বসু, ২৭) বর্ণা সাহা, ২৮) অনুরাধা মণ্ডল, ২৯) শুভজিৎ দত্তগুপ্ত, ৩০) রেবা রায়, ৩১) বৈজন্তী নন্দন, ৩২) কণিকা বিশ্বাস, ৩৩) সীমা সাহা, ৩৪) ঝুমা দে, ৩৫) ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, ৩৬) স্বপন দে, ৩৭) জয়দেব দে, ৩৮) পৌলমি ভট্টাচার্য্য, ৩৯)অবন্তী পাল, ৪০) লীলাবতী মল্লিক, ৪১) কেয়া ঘোষ, ৪২) সুরজিৎ দত্ত, ৪৩) মুনমুন হোড়, ৪৪) দিলীপ হোড়, ৪৫) সাগর দত্ত, ৪৬) নীলিমা বর্মণ, ৪৭) রজত বোস, ৪৮) পাপান বৈরাগী, ৪৯) অয়ন ধর, ৫০) প্রীতম ধর, ৫১) সুচিত্রা মুখার্জি, ৫২) রীতা ব্যানার্জি, ৫৩) সৌরভ চক্রবর্তী, ৫৪) মল্লিকা ভট্টাচার্য্য।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন
১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.